ধর্ম্ম-পাকড়

(নাটিকা)



মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনন্দদুলাল গড়াই



(প্রথম সংস্করণ)

বৈশাখ, সন ১৩৩৮ সাল

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৩৩৭ সাল

মূল্য ৷৷৹ আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪ নং চোরবাগান সেকেণ্ড লেন,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল
সুশীল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড
৪৮ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলা নাট্যজগতের যাত্নুকর রূপদক্ষ—

সোদর প্রতিম পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান্ অহীন্দ্র চৌধুরীকে

আন্তরিক স্নেহ ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ

এই

"ধর-পাকড়"

নাটিকা

প্রীতি-উপহার দিলাম।

ইতি—

গ্রন্থকার

নাট্যোক্ত পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

রমণীমোহন	উচ্চশিক্ষিত যুবক।
প্রকাশ	জমিদার।
কর্ত্তা ঠাকুর্দ্দা—	ঐ আত্মীয়।
চন্দ্র মুখুয্যে	রমণীমোহনের শ্যালীপতি ভ্রাতা।
যতীন আচার্য্য	রমণীমোহনের প্রতিবেশী।

স্ত্রী

অসীমা	রমণীমোহনের প্রথমা স্ত্রী।
কিঞ্জল্‌কলতা	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী।
কেতকী	প্রকাশের স্ত্রী
অশোকলতা	কিঞ্জল্‌কলতার ভগ্নী।

"ধর-পাকড়" নাটিকার প্রথম অভিনয় রজনীর
অভিনয় সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ :—

প্রোপ্রাইটার	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি, এ।
বিঃ ম্যানেজার	শ্রীরামেন্দ্র ঘোষ।
ম্যানেজার	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
নৃত্যশিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
বেহালাবাদক	শ্রীললিত মোহন বসাক।
বংশীবাদক	শ্রীলালবিহারী ঘোষ।
স্মারক	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু।
সঙ্গতি	শ্রীনুটবিহারী মিত্র।
হারমোনিয়ম বাদক	শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস।
ঐ সহকারী	শ্রীশ্যামাচরণ দে।
রমণীমোহনের ভূমিকায়	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কর্ত্তাঠাকুর্দ্দার ,,	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশের ,,	শ্রীপ্রভাত চন্দ্র সিংহ।
চন্দ্রের ,,	শ্রীকুঞ্জ বিহারী সেন।
যতীন আচাযার ,,	শ্রীরণজিৎ কুমার রায়।
কিঙ্কলকার ,,	শ্রীমতী চারুশীলা।
অসীমার ,,	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।

কেতকীর ভূমিকায়	শ্রীমতী নবতারা।
অশোকা „	শ্রীমতী রাণীবালা (২য়)।
নববালা „	শ্রীমতী আসমানতারা।
	„ রেণুবালা।
	„ ননীবালা।
	„ পটলসুন্দরী।
	„ রাণীবালা।
	„ তারকদাসী।
	„ তারা সুন্দরী।
	„ শীতলা দাসী।
	„ তারকবালা।
	„ দুর্গারাণী।
	ইত্যাদি।



ধর-পাকড়

(নাটিকা)

প্রস্তাবনা

হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা !

ও-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা !

যা ভাবছ তা নয় !

নামটা শুধু কাণে শুনে, যা এঁচেছ মনে মনে,

বিশেষতঃ আজকের দিনে, স্বতঃই যেটা বুঝতে হয়,

ব্যাপারটা তা নয়,—কিছুই নেই ভাবনা ভয় ॥

নেই, লাঠালাঠি কাটাকাটি, রাজনৈতিক গন্ধ,—

নেই, ফাটকে আটকের ব্যাপার, হ'লে মাত্র সন্দ,

কিম্বা, আইন আদালতের কাণ্ড লাগিয়ে দিতে ধন্দ,—

(সরল প্রাণে—অকারণে লাগিয়ে দিতে ধন্দ ;)

তবে, ধর্-পাকড়ে আছেই জ্বালা,

সেটা, ঘরে বাইরে যেথাই হয় ॥

ধর-পাকড়

——:•:——

প্রথম দৃশ্য

রমণীমোহনের (বহির্ব্বাটীর কক্ষ)

———

রমণী। নাঃ—আর তো জ্বালাতন সহ্য হয়না! এমন ক'রে মানুষের প্রাণ বাঁচে? চোরের বেহদ্দ হয়েছি,—Political suspectরাও এত নির্য্যাতন সহ্য করেনা! পদে পদে, কথায় কথায় এত ধর-পাকোড় কেউ বরদাস্ত ক'র্ত্তে পারে? (জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল)

(কিঞ্জল্‌কার প্রবেশ। হস্তে জঞ্জালপূর্ণ বাল্‌তি)

(কিঞ্জল্‌কা একেবারে কক্ষমধ্যে ঐ অবস্থায় আসিয়া রমণীমোহনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।)

রমণী। (চমকাইয়া) কে রে?

কিঞ্জ। সকাল বেলা জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে কি দেখা হচ্ছে?

রমণী। দেখবো আবার কি? এমনি দাঁড়িয়ে আছি!

কিঞ্জ। এম্‌নি দাঁড়িয়ে আছ? কা'কেও দেখ্‌ছ না? নিশ্চয় কারুর বাড়ীর ছাদে কোন স্ত্রীলোক আছে। কিম্বা কারুর জান্‌লায় কোন বিরহিণী—

রমণী। ছি ছি সকালবেলা! অমন কথা বলতে নেই! ছি-ছি-ছি—

কিঞ্জ। ছি ছি? বলতে নেই! তুমি কর্ত্তে পার, আর আমি বলতে পারি না! দাও—জান্‌লা বন্ধ করে দাও! দাও বল্‌ছি—

রমণী। সকালবেলা দিব্যি ভোরাই হাওয়া দিচ্ছে! এ সময় জান্‌লা বন্ধ কল্লে বাড়ীর sanitation খারাপ হবে যে—আর আমারও শরীর এ রকম কল্লে ভাল থাকবে কেন?

কিঞ্জ। তোমার শরীর ভাল থাকে না থাকে সে আমি বুঝ্‌বো! দাও—দাও বল্‌ছি জান্‌লা বন্ধ করে! দিলে না?

রমণী। দিচ্ছি—দিচ্ছি! আঃ কি পাপের ভোগেই পড়া গেছে (জান্‌লা বন্ধ করিল)

কিঞ্জ। বোসো চুপ্‌ করে। নয়তো বাড়ীর ভেতর চল, আমি কলতলায় বাসন মাজ্‌ছি—উঠোন সাফ করছি—বসে বসে দেখবে! যাই আগে রাস্তার Dust Bin এ জঞ্জালগুলো ফেলে আসি—

রমণী। দোহাই, দোহাই তোমার—এই জঞ্জাল নিয়ে সদর রাস্তায়—এত বড় একজন Professor এর স্ত্রী হয়ে বেরিও না! দাও, আমি ফেলে দিয়ে আসি।

(জঞ্জালের বালতী লইয়া রমণীর প্রস্থান)

কিঞ্জ। ভারি জ্বালাতনে পড়িছি—এক সুন্দর বিদ্বান স্বামী নিয়ে! তার ওপোর মাথা খেতে নামও কিনা রমণীমোহন! কি করা যায়? এমন কোন স্থান কি ভারতবর্ষে কোথাও নেই—যেখানে স্ত্রীলোকবর্জ্জিত?

(রমণীমোহনের পুনঃ প্রবেশ)

রমণী। এরকম ক'রে আর কাঁহাতক চলে বল দিকি কিঞ্জল ?—

কিঞ্জ। আমিও তো ভাই ভাব্‌ছি! একটা মনের মতন ঝি-রাঁধুনী পাওয়া যাচ্ছে না—

রমণী। কলকেতার সহরে ঝি, রাঁধুনি অভাব? তুমি রাখতে না দিলে উপায় কি ?

কিঞ্জ। বুড়ী হাব্‌ড়ী শক্তগোছের কালো কোলো রংএর ঝি বা বামনি কলকেতায় একটা মিল্‌ছে ?

রমণী। বুড়ী হাব্‌ড়ী—৭০।৭২ বছর বয়েস হবে, অথচ ২৫।৩০ বছরের সোমত্ত মাগীর মত শক্তও হবে ? নাঃ—Hopeless !

কিঞ্জ। Hopeless বলেই তো নিজে ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে সংসারের ছিষ্টি কাজ করে মচ্ছি! ঝি চাকরে আমাদের দরকার কি ? দুটীতো প্রাণী !

রমণী। চাকর বামুনগুলোও কি অপরাধ কল্লে ?

কিঞ্জ। চাকর বামুন—কল্‌কেতার সহরে ? ওবাবা-তারাই তো সর্ব্বনাশের গোড়া।

রমণী। তার মানে ?

কিঃ তার মানে—সে বেটারা হল বাবুদের বিন্দেদূতী। খবর নেওয়া-দেওয়া—সন্ধান-সুলুক করা,—লুকিয়ে চিঠিপত্র চালাচালি করা,—এসব চাকর-বামুন দিয়ে যত সুবিধে, আর কারও দ্বারা কি সে রকম হয় ? (প্রস্থান)

রমণী। কর্ম্মভোগটা উভয়তঃই! ষ্টুডেন্ট্‌সিপ্‌ পাশ্‌ করলুম—অত বড় প্রোফেসারী পেলুম, বাড়ী করলুম, ঘর করলুম, বড়মানুষের

সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করলুম—কোথায় রাজার হালে সুখভোগ কর্ব্ব! তা নয়,—দেখনা কি দুর্গতি! যাই—৭।৮ দিন কামাইনি, একটা নাপিত দেখি। (প্রস্থানোদ্যগ)

(চায়ের বাটী হস্তে কিঞ্জল্‌কার প্রবেশ)

কিঞ্জ। বেরুচ্ছ কোথায় সকাল বেলা? নাও—চা খাও!

রমণী। এই এত বেলায় চা খেয়ে কি কর্ব্ব?

কিঞ্জ। কি কর্ব্ব? একা মানুষ—দুটো বইতো হাত নয়।

রমণী। আমাকেও চা তৈরী ক'রে খেতে দেবেনা, নিজেও বেলা কর্ব্বে!

কিঞ্জ। তুমি চা তৈরী ক'রে খাবে আমি থাক্‌তে? তা কি হয়?

রমণী। কেন? ষ্টোভ্‌ আছে, স্পিরিট্‌ আছে, চা আছে, চিনি আছে—ঘরে দুধও আছে। তৈরী করে নিলুমই বা!

কিঞ্জ। তা কি হয়? লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি? বলি—বেরুচ্ছিলে কোথায়? রাস্তার দিকে নাকি?

রমণী। হ্যাঁ—একটা নাপিত ডাক্‌তে যাচ্ছিলুম! নেরো নাপ্‌তে ব্যাটা বোধ হয় সামনের বাড়ীতে কামাচ্ছে—

কিঞ্জ। সেই নেরো নাপ্‌তে? বদমায়েস মেয়েমানুষের দালাল সে বেটা!—তাকে ডেকে কামানো হবে তোমার?

রমণী। কি বিপদ! নাপিত কামাতে আসবে, কামিয়ে চলে যাবে! তার সঙ্গে কি আমি বন্ধুত্ব কর্ত্তে বোস্‌বো?

কিঞ্জ। ঐ পাজী নচ্ছার ছোঁড়া,—লম্পট ছোটলোক—যত রাজ্যের কুচরিত্তির স্ত্রীলোক ওর সন্ধানে—তাই বুঝি ওকে ডেকে তোয়াজ ক'রে কামাতে বসা হবে? আর নাপিত ডেকে কামাবার দরকার কি?

রমণী। তা নাপিত ডেকে কামাবো না তো কি ভট্‌চায্যি মশাইকে ডেকে ব'ল্‌ব—কামিয়ে দিয়ে যান!

কিঞ্জ। আমি—আমি কামিয়ে দোবো! অমন চমৎকার Safety Razor আছে। নিজে না পার আমায় ব'ল্‌বে—আমি কামিয়ে দোবো!

রমণী। ভাল ঝকমারীতে পড়িছি বাবা! সাত আট দিন কামাইনি, কি রকম খোঁচা খোঁচা দাড়ী হয়েছে—

কিঞ্জ। কামিয়ে জুমিয়ে দিব্যি চকচকে মুখখানি নিয়ে রাস্তায় বেরোবে আর পাঁচজন মেয়েমানুষকে সুন্দর মুখখানা আরও সুন্দর করে দেখাবে,—না?—খবরদার—দাড়ী কামাতে পাবেনা! অন্ততঃ, যতদিন না কলেজ খুল্‌বে।

রমণী। তোমার মতলব কি—আমায় ভেঙ্গে বলতে পারো?

কিঞ্জ। মত্‌লব আবার কি? মত্‌লবটা নেহাৎ খারাপ বোধ হচ্ছে তোমার? যাতে তুমি উচ্ছন্ন না যেতে পারো, যাতে কোন স্ত্রীলোকের কুনজরে পড়ে আমার সর্ব্বনাশ সেই সঙ্গে নিজের সর্ব্বনাশ না কর্ত্তে পারো, সেই বিষয় একটু সাবধান হচ্ছি—তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি! বড় মন্দ কাজ হচ্ছে,—না?

রমণী। বলি, এই যে পাঁচ সাত বছর বিয়ে হয়েছে,—কখনো আমার কোনো বদ্ চাল কিম্বা উঁচু নজর কিছু দেখেছ? বল—সত্যি বল! দেখনি তো? তবে আমার ওপর এতটা সন্দেহই বা কেন? আর আমাকে শুধু শুধু এ রকম ধর-পাকড় করাই বা কেন? আমার অপরাধটা কি?

কিঞ্জ। ঐ সর্ব্বনেশে চেহারা।

রমণী। বলি, সেটা কি আমার দোষ? তা এই চেহারার জন্যেই যদি তোমার কাছে আমায় অনর্থক এত নিগ্রহ ভোগ কর্ত্তে হয়,—তাহলে এক কাজ করো,—আমাকে "আবদাল্লা" সাজিয়ে দিন-রাত্তির রেখে দাও—

কিঙ্কু। তাকি হয়?

রমণী। নয়তো মাথা নেড়া ক'রে বঁটী দিয়ে নাকটা পুঁচিয়ে দাও, নোড়া দিয়ে দাঁত কটা ভেঙ্গে দাও—

কিঙ্কু। সরো সরো—আমার উনুন জ্বলে গেল! আর ন্যাকামো কর্ত্তে হবে না। (কিঙ্কুলের প্রস্থান)

(কর্ত্তাঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

ক-ঠা। সর্ব্বনাশ—বুঝলে ভায়া পুঁটীরাম—সর্ব্বনাশ হয়েছে—আহা-হা-হা—

রমণী। কি—কি—ব্যাপার কি কর্ট্‌ঠাকুর্দ্দা?

ক-ঠা। আর ব্যাপার কি? হাবু ঘোষ মারা গেছে!

রমণী। কে হাবু ঘোষ?

ক-ঠা। আমাদের হাবু ঘোষ! হাবু ঘোষকে চেনো না? আর তুমি চিন্‌বেই বা কেমন কোরে? বাজারে তো কখনো যাও না! এঁ্যা—হল কি? হাবু ঘোষ—

রমণী। আরে কে সে—তাই বল না ছাই!

ক-ঠা। বল্‌ব কি ছাই—আমার মাথা আর মুণ্ডু! অদ্বৈত গাম্‌ছাওয়ালার দোকানে চাকরী কর্ত্ত! পাথুরেঘাটার এলোকেশী বাড়ীউলির মাঠকোঠায় থাকতো! জাতে সদ্‌গোপ হলে কি হবে,—অমন ভদ্দর দেখা যায় না—

রমণী। তা তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

ক-ঠা। একদিন—একদিন—একদিনেব আলাপ! অদ্বৈতের দোকানে গামছা কিনতে গিয়ে! সেই অবধি দুজনের কি প্রণয়! দেখাটী হয়েছে কি—অমনি জোড হাতে প্রণাম! আহা সেই হাবু ঘোষ তিনদিনের জ্বরে দেশেতেই মারা গেছে!

রমণী। হাড জুডিয়েছে! হাবু ঘোষ নির্ব্বংশ হোক্! বাজার টাজার হয়েছে?

ক-ঠা। কোথেকে হবে বাবা পুঁটু—তুমিই বলনা! সবে মাত্র সৈরভী মেছুনীব কাছে ভেট্‌কী মাছটার দর করিছি—এই আর কি—এমন সময় এলোকেশীব নাৎনী ভুনি এসে এই সংবাদ দিলে!

রমণী। মোদ্দা কথা, বাজাব হয়নি,—কেমন? দাও—টাকা দাও—আমি নিজেই বাজারে যাই! তুমি বাড়ী বসে বসে হাবু ঘোষের জন্যে শোক প্রকাশ কর্ত্তে থাক! দাও—টাকা দাও—

ক-ঠা। টাকা তো নেই!

রমণী। টাকা নেই কি? দশ টাকাব নোট নিয়ে গেলে! সেটা কি হাবুঘোষের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্যয় হল নাকি?

ক-ঠা। টাকা তো প্রকাশবাবু নিয়ে গেল!

রমণী। কে প্রকাশবাবু?

ক-ঠা। আমাদের পাড়ার ঐ ছবি-তোলা প্রকাশবাবু! হাবু ঘোষের খবর তাকে বল্লুম কিনা! সেও চাকর সঙ্গে বাজার কর্ত্তে গেছ্‌লো—খবর শুনে ভদ্রলোক আমার মত মুসড়ে পোড়লো!

রমণী। কি বিপদেই পড়িছি বাবা! বেলা দশটা বাজে—এখনও বাজার হলনা! মাঝখান থেকে সে ভদ্রলোকের হাতে টাকা দিয়ে এলে! সে কি মনে ভাব্‌লে—তাতো বুঝতে পাচ্ছি না?

ক-ঠা। প্রকাশবাবুর স্বভাবচরিত্তির কি সুবিধের নয়? টাকাটা কি গাপ্ কর্ব্বে বলে তোমার মনে হয়! বল—তাহলে পুলিশে একটা জানান্ দিয়ে আসি! বাজারে বিস্তর সাক্ষি্য পাওয়া যাবে! বিশেষ সৈরভী মেছুনী,—তার সঙ্গে তো আমার খুবই প্রণয়!

রমণী। একটা ঝি কি চাকর—কি রাঁধুনি বামুন,—কিছুই জোগাড় কর্ত্তে পার্ল্লে না? নিজেও বাজার কর্ত্তে পারনা,—আমাকেও বাজারে যেতে দেবেনা! রোজ রোজ এ রকম জ্বালাতন আমার সহ্য হয় না বাপু! যাই,—টাকা নিয়ে বাজার যাই! এত বেলায় কিছুই পাওয়া যাবেনা। মাছ তো নয়ই—

(কিঞ্জল্কার প্রবেশ)

কিঞ্জ। কি গো! ভাত চড়িয়ে দিই? তেল-টেল মাখো—দশটা বেজে গেল যে!

রমণী। শুধু ভাত খাব নাকি? যাই—বাজারে যাই—

কিঞ্জ। আবার বাজার কি হবে? এই যে দু'টাকার বাজার এল!

রমণী। বাজার? বাজার?—কে বাজার আন্‌লে?—

কিঞ্জ। কে তা জানি না। বল্লে,—কে এই পাড়ার প্রকাশবাবু তোমার বন্ধু আছেন—Photographer বুঝি? তিনি নিজে বাজার করে চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাকী নোট ভাঙানোর দরুণ আট্ টাকাও দিয়ে গেল!

রমণী। যাক্—বাঁচা গেল।

ক-ঠা। বাজার? কলকেতার সহরে—টাকা হাতে করে বেরুলে বাজারের ভাবনা? বলনা রাঙামা?

কিঞ্জ। আপনি যে বাজারে গেলেন কট্ঠাকুর্দ্দা?

রমণী। উনি বাজারে তো রোজই যান—কিন্তু বাজার আসে অপর লোকের দ্বারা! বাজার কি উনি একদিনও করেন?

ক-ঠা। হাবু ঘোষ মারা গেল শুনে—হ্যাঁমা—তুমিই বলনা—বাজার কর্ত্তে আর হাত পা ওঠে—না খাওয়া দাওয়ার কথা কিছু মনে থাকে?

কিঞ্জ। হাবু ঘোষ কে!

রমণী। দোহাই—দোহাই কিঞ্জল! আর সে পরিচয়ে কাজ নেই!

ক-ঠা। কাজ নেই? হাবু ঘোষ মারা গেল—আর তোমাদের সে পরিচয়ে কাজ নেই! আচ্ছা—যেখানে এ খবর দিলে কাজ হবে—সেই মানকে বেণের চায়ের দোকানে যাই! (প্রস্থান)

কিঞ্জ। (মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে) হাবু ঘোষ কে?

রমণী। বলি—তুমিও কি থেপ্‌বে নাকি? ও একটা পাগল! ও কি বলে, কি কয়,—তার কোনো মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই!

কিঞ্জ। অবিশ্যি আছে—এর ভেতর মাথাও আছে—মুণ্ডুও আছে! হাবু ঘোষ? কে সে বল বল্‌ছি?

রমণী। আরে কি বিপদ? হাবু ঘোষ কে—তা আমি কি জানি?

কিঞ্জ। জাননা? অবিশ্যি জান—নিশ্চয়ই জান! সে মরে গেছে—তাতে তোমার এত মাথা ব্যথা কি?—হাবু ঘোষ মরে গেছে শুনে কর্ট্ঠাকুর্দ্দা বাজার কর্ত্তে পারলেন না—তুমি মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে! এ হাবু ঘোষের ভেতরে গুরুতর ব্যাপার আছে!

রমণী। আরে—হাবু ঘোষ এক বেটা গামছাওয়ালার চাকর! কর্ট্ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে আলাপ—জাতে সদ্‌গোপ—

কিঙ্ক। তা তোমার কি ? নিশ্চয়ই তার কোন কুচরিত্রা মেয়ে আছে ! দরোয়ান—দরোয়ান—জল্‌দি বুড়া বাবুকো বোলাও ! আজ হাবু ঘোষের শ্রাদ্ধ কর্চ্ছি দাঁড়াও— (প্রস্থান)

রমণী। দেখ—কোথাকার জল কোথায় মরে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকাশবাবুর বাসাবাটীর প্রাঙ্গণ

[বেড়াইতে যাইবার সজ্জায় প্রকাশবাবু ছড়ি হস্তে বাহির হইতেছিলেন। উঠোনের মাঝ বরাবর আসিয়াছেন, বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার স্ত্রী কেতকী আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া দাড় করাইয়া, তাঁহার হাতের ছড়ি কাড়িয়া লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।]

প্রকাশ। একি ? আবার পথ আটকে দাঁড়ালে কেন ?

কেতকী। সাধ্য হয়—গায়ে ক্ষমতা থাকে—ধাক্কা মেরে চলে যাও—

প্রকাশ। তোমায় ধাক্কা মারতে গিয়ে—আমি উল্টে পড়ে নিজেই অক্কা পেয়ে যাব। যাক্—ছেলেমানুষি করোনা ! একটু ঘুরে আসি—সমস্ত দিন ঘরে বসে আছি—

কেতকী। ওঃ—ওঃ—তুমি বুঝি তাই ভাব্‌লে যে, তুমি ঘণ্টা পাঁচ সাত বাইরের দূষিত বায়ু ভক্ষণ কর্ত্তে যাবে—আর সেই সময়টুকুতে আমি বিরহেতে অন্ধকার দেখ্‌বো ? আ আমার পোড়াকপাল !

প্রকাশ। সত্যিকার বিরহের তো কখনো taste পাওনি, তাই অত লম্বাই চওড়াই!

কেতকী। লম্বাই চওড়াই কি? এই হ'ল আমার প্রাণের বিষম দুঃখ যে প্রেমে আমি সুখ পেলুম না,—তা জানো!

প্রকাশ। অর্থাৎ?

কেতকী। অর্থাৎ—বিরহ জিনিষটা—যেটার জন্যেই প্রেমের এত কদর, যেটা থেকে প্রেম বা love জিনিষটার উৎপত্তি,—তা আমি জীবনে কখনো ভোগ কর্ত্তে পেলুম না।

প্রকাশ। তাহ'লে আমি খানিকটা Hydrocianic খেয়ে তোমার অনন্ত বিরহ উপভোগের জোগাড় করে দোবো নাকি?

কেতকী। অভদ্র, বদমায়েস, Fool, Barbarian, পাপিষ্ঠ—

প্রকাশ। উঃ—একেবারে New Yearsএর Honour's List বার করে দিলে যে! ছিঃ প্রিয়তমে—একটু রসিকতা করিছি, বরদাস্ত কর্ত্তে পারলে না?

কেতকী। রসিকতা কি? এ রসিকতায় রসের সম্পর্ক আছে? এযে একেবারে চিটেগুড়-ভরা! তাই কি ছাই ভাল চিটেগুড়? এ হ'ল যাতে দা'কাটা তামাক তৈরী হয়,—সেই চিটেগুড়।

প্রকাশ। আচ্ছা—থাক্, থাক্! আমার অপরাধ হয়েছে! এখন মোদ্দা কথাটা কি বল দিকি? বেরুবো না?

কেতকী। ভদ্রতা কি একটুও শিখলে না? রোজ রোজ বলি যে বেরুবার সময় আমার সঙ্গে দেখা না করে বেরিও না, সেটা বুঝি খেয়াল থাকে না?

প্রকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু অন্যায় হয়ে গেছে! তুমি নীচে নেবে গেলে, মনে কল্লুম,—রান্নাঘরে বামুন ঠাক্রুণকে যোগাড় দিতে গেলে, তাই আমিও বেড়াতে বেরুলুম!

কেতকী। বেড়াতে অম্‌নি বেরুলেই হ'ল? পানের ডিবে দিইছি? পকেটে মণিব্যাগ্ দিইছি? রুমাল দিইছি? বেরুবার সময় দুর্গা দুর্গা বলিছি? কিছু আন্‌বার নেবার কথা বলিছি? কোন দরকার আছে কি না আছে Final কিছু শুনিয়েছি? কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছ জিজ্ঞেস করিছি?

প্রকাশ। প্রিয়ে কেতকী! ওগুলো বড্ড পুরোণো হয়ে গেছে, একটা নতুন রকমের কিছু কর! তা যাক্—ওগুলো নিতান্তই যদি অবশ্য-কর্ত্তব্য হয়—তা না হয় চট্ পট্ সেরে ফেলো, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে! ভাল কথা,—অসীমা গেল কোথায়?

কেতকী। তোমার সব কি কি জিনিষ কেনবার List তাকে ক'রে দিয়েছ না? তাই আন্‌তে গেছে! আমায় বল্লে—"নতুন দা' এই List করে দিয়েছে—জিনিষগুলো দেখে শুনে কিনতে হবে!" বলেই তাড়াতাড়ি মোটর আনিয়ে শ'খানেক টাকা নিয়ে দরোয়ানকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পোড়লো!

প্রকাশ। আরে না না! আমি সকালে বল্লুম—"চৈনি! আমার Photographyর কি কি জিনিষ ফুরিয়েছে একটা List করে দিসতো!" ব্যস্—এই কথাটা মাত্র বলেছিলুম। আর মুখপুড়ী সত্য সত্য List করে সত্য সত্যই জিনিষ আন্‌তে গেল?

কেতকী। হ্যাঁ—তোমাকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি! রমণী বাবুর Photograph খানা হয়ে গেছে?

প্রকাশ। এই যে—সেইখানাই তো দিতে তাঁর বাড়ীর দিকে যাচ্ছি!

কেতকী। তাহলেই বোঝো—কেন তোমাকে বলি যে যখন কোথাও বেরুবে—আমাকে সকল বৃত্তান্ত না জানিয়ে এক পাও নড়বে না! এই ফটোগ্রাফখানা তুমি তাঁকে দিতে চল্লে তাঁর বাড়ী বয়ে? এইখানাই আমার দরকার যে!

প্রকাশ। আজ তাঁকে দেবার কথা আছে কিনা—তাই দিতে যাচ্ছি!

কেতকী। দাও ফটোখানা আমাকে দাও। আমি তাঁকে দোবো এখন!

প্রকাশ। কেন? আমি দিতে গেলুমই বা; তাতে দোষ কি?

কেতকী। কা'কেও দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠাও না—

প্রকাশক। ও বুঝিছি! তা সে মন্দ কথা নয়! তা যাক্—কিন্তু কি রকম কি হবে—আমি তো ঠিক ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছি না!

কেতকী। কেন? হাল ছেড়ে দেবার মতলব কচ্ছ নাকি?

প্রকাশ। হাল ছাড়বো আমি? এও কি একটা কথা? এতটা করে শেষ পর্য্যন্ত কি হয় একবার দেখ্‌বো না? আচ্ছা—তোমার কি মনে হয়? অসীমাকে রমণীবাবু চিন্‌তে পেরেছেন?

কেতকী। তুমি কি খেপলে নাকি? চিন্‌তে পাল্লে বেড়ালের মত ছোঁক্ ছোঁক করে ওর চারপাশে ঘুরে বেড়াতেন? মোটেই চিন্‌তে পারেন নি!

প্রকাশ। দেখ—এসব ভগবানের যোগাযোগ, নইলে—

(কর্ত্তাঠাকুর্দ্দা ও অসীমার কতকগুলি জিনিষপত্র লইয়া প্রবেশ)

ক-ঠা। যোগাযোগ বই কি দাদা! নইলে—যাচ্ছিলুম বেলেঘাটায় চালের কি রকম আমদানী, কত দর জান্‌তে—

প্রকাশ। হঠাৎ চালের দর—আমদানী জানতে বেলেঘাটায় যাচ্ছিলেন কেন কৎ ঠাকুদ্দা?

অসীমা। বেলেঘাটায় না গিয়ে উনি করেন কি নতুন দা? বলে 'যার নাই পুঁজিপাটা, সে যাক্ বেলেঘাটা'!

ক-ঠা। কি বল্লি শালীর ভাই মার্কণ্ডি? আমার পুঁজি নাই! আবার পাটা নেই? এত বড় কথা তুই বলিস্?

কেতকী। আপনার পুঁজি কি আছে দেখান্ না কৎ ঠাকুদ্দা?

ক-ঠা। পুঁজি আমার এই "উপ্‌রি-পাওয়া-বৌ"—এই গায়ে-পড়া ছুঁড়ীটা,—আর পাটা হল আমার এই রাজা দাদা, রাণী দিদি!

প্রকাশ। তার চেয়ে দামী জিনিষ—তোমার এই বুকের পাটাখানা! বুঝলে কৎ ঠাকুরদ্দা—এ রকম বুকের পাটা অনেকের নেই!

ক-ঠা। তবু সাতান্ন বছর সমান টানে গাঁজা খেয়ে এসেছি! সেটা বল ভায়া!

অসীমা। বুঝ্‌লে বৌদি, বুড়োকে আজ খুব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাকাল করিছি! ভাবলুম—নতুনদার জিনিষগুলো কিন্‌তে একা যাই কেন? কৎ ঠাকুদ্দাকে ডেকে বোঝাটা বইয়ে নেওয়া যাক—

ক-ঠা। তোর বোঝাতো অনেকদিন থেকেই বইছি দিদি! তবে কি জানিস্—এ বোঝা বয়ে আমারও সুখ নেই, তোরও মজা নেই!

কেতকী। কেন?

ক-ঠা। আরে আমি হলুম একটা বিশ্রী বেপ্যাটেং বলদ—আর এ শালী হল দোব্‌রা চিনির বস্তা! আমার ও বোঝা বয়ে বেড়ানোই সার! আর ওর মনে মনে ভয় কি জান? কোথায় কোন্ নদী নালায় গিয়ে আমি বোঝাশুদ্ধ হোঁচোট খেয়ে পোড়্‌বো, বলদ

মনিষ্যি চার ঠ্যাংয়ে ঠেলে ঠুলে কোন রকমে হয়তো আমি উঠে ঠিক দাঁড়াবো, মাঝখান থেকে এ চিনির বোঝাটা আমার গ'লে হক্-না-হক্ বরবাদ্ যাবে!

প্রকাশ। তাইতো বলছিলুম কৎ-ঠাকুর্দ্দা—সবই ভগবানের যোগাযোগ। নইলে, বিন্দুপিসি মর্ব্বার ঠিক দু'সপ্তাহ আগে তুমিই বা কাশীবাস ত্যাগ করে হঠাৎ তাঁর বাড়ীতে এসে পড়বে কেন?

কেতকী। তা সত্যি! ভগবানের যোগাযোগ বই কি? নইলে মা মর্ব্বার পর চৈনী ঠাকুরঝির কি অবস্থা হোতো, মনে ভাবলে এখনও ভয় হয়।

ক-ঠা। আবে ভয়টা কিসেব? যখন আমি আছি তখন চৈনী বা তোমাদের মত কোন স্ত্রীলোকের আমি কোনো ভয়ও রাখবো না—ভাব্নাও রাখবো না! (প্রস্থানোদ্যত)

প্রকাশ। দাঁড়ান্ কৎ-ঠাকুর্দ্দা—একটা কথা আছে—

ক-ঠা। আর না দাদা, এখনি আমায় বরের কাছে যেতে হবে।

কেতকী। ওমা, বর কে আপনাব?

ক-ঠা। যে বর্ব্বর সেই বর! ধরপাকড় কর্ব্বার জন্যে আপাততঃ যার ঘর কচ্ছি আমি। (প্রস্থান)

প্রকাশ। শোনো ঠাকুর্দ্দা একটা কথা আছে— (প্রস্থান)

কেতকী। হঠাৎ বাজার কর্ত্তে সখ্ হল কেন? বুঝিছি,—ঘরে আর মন টেঁকছে না,—না? খালি মনে হচ্ছে—ওই নতুন তেতালা বাড়ীটার সাম্‌নে ঘুরি ফিরি!

অসীমা। বাবা! অত বুকের পাটা আমার নেই! ওবাড়ীটার সামনে মেয়েমানুষ খানিকক্ষণ ঘুরলে ফিরলে বাড়ার যিনি গিন্নী, তিনি কুকুর লেলিয়ে দেবেন!

কেতকী। আজ আর এখন ছুট্ বল্‌তে কোথাও বেরুস্‌নি বুঝলি ঠাকুর ঝি?

অসীমা। কেন বল দিকি? কিছু রকম-ফের আছে না কি?

কেতকী। অনেক রকমফের তো করা হচ্ছে। তবে তোমার গ্রহের ফের না কাট্‌লে তো কিছু হবার যো নেই দিদি!

অসীমা। এত শান্তি সস্ত্যেন তো করা হচ্ছে বৌদিদি, গ্রহ কি কাট্‌বে না?

কেতকী। আজ একটু বিশেষ রকম বেয়ে চেয়ে দেখনা ঠাকুর ঝি!

অসীমা। শুক্‌নো ড্যাঙ্গায় নৌকা যে বান্‌চাল হয়ে পড়ে আছে বৌদি, বেয়ে বেয়ে নড়া দুটো ছিঁড়ে গেল, এক চুলও জলের ধারে নিয়ে যেতে পাচ্ছিনা।

কেতকী। তাই তো বলছিলুম ঠাকুরঝি—তোর নতুন-দাকে বলে দিয়েছি—কৎ-ঠাকুরদ্দাকে দিয়ে রমণীবাবুকে—

অসীমা। কা'কে? কা'কে?

কেতকী। আরে বাস্‌রে! নাম শুনেই যে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লি—

(অসীমার গীত)

বৌদি! কি যে শুনাইলে মোরে নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,—
আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতেক মধু, সেই নামে আছে গো—
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম—অবশ হইনু গো
কেমনে পাইব সখী তারে ॥
নাম পরতাপে যাব—ঐছন করিল গো—
অঙ্গের পরশে কি বা হয়।
পাড়াতে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো—
(এ) যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥

(দ্বৈত গীত)

কেতকী। হাসলো মধুর হাসি দন্ত বিকশিয়া।
(তোমার) বিরহের কল্পে অন্ত—প্রাণকান্ত আসিয়া ॥
অসীমা। যাও যাও প্রাণসখা কেন কর ছলনা ?
বিধি বাদী যারে তার কি আশা লো বলনা ?
কেতকী। বিধি যদি করে মন,
পুরতে আশ কতক্ষণ,—
(ওই) আস্‌ছে লো তোর প্রাণধন প্রেমস্রোতে ভাসিয়া ॥
অসীমা। পাথরচাপা কপাল আমার সকল সুখেই ছাই,
(তবু) খোসখবরের ঝুটোও ভাল—তাইতে শুন্‌তে চাই।
কেতকী। পেটে খিদে মুখে লাজ—এ বড় বালাই।
(তোর) ফুল ফুটেছে লুট্‌তে মধু—
আসছে বঁধু হাসিয়া ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

(রমণীমোহনের প্রবেশ)

রমণী। আরে ছাই বেরুতে কি দেয়? ভাগ্যে সব অন্য বাড়ীর মেয়ের দঙ্গল বেড়াতে এল—তাই তাড়াতাড়ি বল্লে—"যাও, এইবার বেড়াতে যাও!" (ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে) প্রকাশবাবু বাড়ী আছেন কি? না বাবা, চেঁচাবো না! যদি কোন রকমে এ আওয়াজ আমার বাড়ীতে যায়! একটু দাঁড়িয়ে থাকি।

(অসীমার প্রবেশ)

রমণী। এই যে—এই যে—আপনি? না-না তুমি? তা-তা—কেমন আছেন—দূর হোক্ গে—অভ্যেসের দোষ—তুমি কেমন আছ?

অসীমা। নিজের স্ত্রীকেও বুঝি সম্মান করে আপনি-মশাই জনাব-জাঁহাপনা বলেন? তাই অভ্যেস হয়ে গেছে!

রমণী। স্ত্রী—স্ত্রী—তা—তা কি জানেন—স্ত্রীতে আর—

অসীমা। আমাতে অনেক তফাৎ! কেমন এই কথা তো?

রমণী। যাক্ সে কথা! তুমি ভাল আছ অসীমা? তোমার দাদাবাবু কোথায়?

অসীমা। তাঁর কি আর চুলের টিকি দেখ্‌বার জো আছে? তিনি বায়স্কোপের ফিল্‌ম্‌তোলা নিয়ে বিষম ব্যতিব্যস্ত!

রমণী। হ্যাঁ—তাঁকে আমি একখানা ফটো enlarge কর্ত্তে দিইছিলুম, তিনি বলেছিলেন—আজ দেবেন।

অসীমা। ও—সেখানা কি আপনার ফটো? (বক্ষের ভিতর হইতে ফটো বাহির করিয়া) এ চেহারাখানা আপনার কতদিন আগেকার?

রমণী। ওখানা আমার ছেলেবেলার। একখানা group এর সঙ্গে এই চেহারাটা ছিল—প্রকাশবাবু একদিন আমার বাড়ীতে গিয়ে

দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কল্লেন—এই ছবিখানি কার? যখন শুনলেন আমার—তখন বল্লেন—আপনার ছেলেবেলার চেহারা এমন সুন্দর, এর একখানা আলাদা enlargement রাখা দরকার!

অসীমা। ছেলেবেলায় আর কখনো ছবি তোলান নি?

রমণী। আরে—আমি সখ্‌ ক'রে কোথায় ছবি তোলাব? পিতৃমাতৃহীন, অনাথ—দীন দরিদ্র,—মানুষ হয়েছিলুম পিসীর বাড়ীতে। পিসে পিসীর ছেলেপুলে ছিলনা, তাঁরাই খেতে পরতে দিতেন,—লেখাপড়া শিখাতেন! আমি সখ্‌ করে ছবি তোলাব কি বল?

অসীমা। যদি কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কোথায় তুলিয়ে থাকেন সে আলাদা কথা!

রমণী। পিসেমশাইয়ের এক ভাইপো ছিলেন,—তাঁর এই ছবি-টবি তোলার বাতিক ছিল! মনে হচ্ছে যেন—তিনি এক আধখানা আমার Photo নিয়েছিলেন! ওঃ—আপনি যে তন্ময় হয়ে অধমের বাল্যকালের চেহারাটী দেখ্‌ছেন?

অসীমা। ছবি দেখে যে,—সে তো তন্ময় হয়েই দেখে। যাক্, এই নিন আপনার ছবি!

রমণী। আচ্ছা, এখনকার চেহারার সঙ্গে এ ছবি মেলে?

অসীমা। খুবই মেলে! বরং তখনকার চেয়ে আপনার এখনকার চেহারা আরও ভাল হয়েছে!

রমণী। কি জানি আমি তো বুঝতে পারি না!

অসীমা। আসুন বাড়ীর ভেতরে?

রমণী। বাড়ীর ভেতরে? ছি-ছি—প্রকাশবাবু নেই,—সেটা কি ভাল দেখায়?

অসীমা। তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কওয়া তো বিশেষ সুবিধের নয়! অবিশ্যি আপনার পক্ষে!

রমণী। শুধু আমার পক্ষে কেন—আপনার পক্ষেও নয়!

অসীমা। নয়ই তো! তবে এটা ঠিক, আমার দাদাবাবু কিম্বা বৌদিদি কিম্বা এ বাড়ীর অন্য কোন লোকের কাছে আমাদের কোনও আশঙ্কা নেই।

রমণী। তোমাদের বাড়ীতে যদি আশঙ্কা না থাকে তাহলে—

অসীমা। আপনার বাড়ীতে আপনার স্ত্রীর কাছে যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

রমণী। হ্যাঁ—তা—তা—সে কথা তো বড় মিছে বলনি!

অসীমা। আপনার স্ত্রী বুঝি আপনাকে বড্ড সন্দেহ করেন?

রমণী। সন্দেহ? সন্দেহ? না—ঠিক সন্দেহ নয়—তবে হ্যাঁ এই কি জান—ওটা বেশী ভালবাস্‌লে বোধ হয় সকল স্ত্রীলোকের ঐ রকম হয়েই থাকে?

অসীমা। কই আমার তো হয় না!

রমণী। আপনার—আপনার—না—না—তোমার হবে কেন?

অসীমা। আমি যে আপনাকে বড্ড ভালবাসি বুঝতে পাচ্ছেন না?

রমণী। এ্যাঁ অসীমা—তুমি—তুমি—

অসীমা। বাস্‌লেই বা! ক্ষতি কি?

রমণী। তোমার তো বিবাহ হয়েছে অসীমা?

অসীমা। সে না হওয়ারই সামিল!

রমণী। তার মানে?

অসীমা। আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ ক'রে যাবার সময় আমায় খুব ক'রে দিব্যি দিয়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেছেন যে আপনাকে যেন আমি ভালবাসি—ভক্তি করি—স্বামীর মতনই আদর যত্ন সেবা করি!

রমণী। উঃ—আমার মাথা ঘুরছে। অসীমা—অসীমা—এ তুমি কি বল্‌ছ।

অসীমা। কিছু মাত্র অন্যায় বলিনি। আর আপনিও তো মনে মনে আমায় ভালবেসেছেন।

রমণী। একথা—একথা—না—না—আমি আমি—

অসীমা। দোষ কি? তবে আপনার অবিশ্যি ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে। একে অমন সুন্দরী স্ত্রী, তার ওপোর তিনি বড় মানুষের মেয়ে, তার ওপোর পাছে তার বুকের ধন কেউ নেওয়া চুলোয় যাক্, ভুলে যদি নজর দেয়,—সেই ভয়ে তিনি আপনাকে যেন আঁচল ঢাকা দিয়ে রেখেছেন—

রমণী। আমার এত কথা—এত খবর তুমি পেলে কোথায় অসীমা!

অসীমা। ষ্টুডেন্‌সিপ্ পাস ক'রে এই তরুণ তরুণীর ব্যাপারে আপনি এত কাঁচা, এ কথা যে শুন্‌বে—সে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়বে!—

রমণী। দেখ অসীমা—যা বলছ সব সত্য—এতটুকুও মিথ্যা নয়! কিন্তু এটা কি তোমার আমার উচিত?

অসীমা। কোন্‌টা?

রমণী। এই তোমার আমাকে ভালবাসা—আর আমার তোমাকে ভালবাসা?

অসীমা। উচিত অনুচিত আপনিও বিবেচনা করেননি,—আমিও বিবেচনা করিনি! অথচ দুজনকার ভালবাসা—পরস্পরের জন্যে—প্রাণে বিলক্ষণ জন্মেছে! এটা অস্বীকার কর্লে—সত্যের অপমান করা হয় নাকি?

রমণী। তা—তা—তা—একটু হয় বৈকি।

অসীমা। আর এ যুগে এতে দোষ কোন্‌খানটায় দেখিয়ে দিন।

রমণী। হায় কিঞ্জল্‌কা, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে গেল!

অসীমা। এতো হয়েই থাকে। সাম্‌নে ছুঁচ গলে না—পেছন দিকে হাতী চলে যায়, দুনিয়ায় এই তো চিরদিন হয়ে আস্‌ছে!

রমণী। তা হলে উপায়?

অসীমা। উপায়?—উপায় দুজনের মিলন! যে কোনও উপায়ে! কলে-কৌশলে ছলে—নিদেন বলে!

রমণী। সে কি দাঙ্গা কর্বে নাকি?

অসীমা। নিজের claim বজায় ক'র্ত্তে যদি তার আবশ্যক হয়, একহাত তাও নাহয় দেখা যাবে!

রমণী। ওরে বাবা—এমন কাজটী কোরো না! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে, শেষে এই গরীব উলুখাগড়া বেচারী মারা যাবে!

অসীমা। তা ব'লে আপনি কি বল্‌তে চান আপনার আমার মিলন হবেনা?

রমণী। কেন আমাকে আকাশকুসুমের মোহে ফেল্‌ছ অসীমা? যা হবার নয় বার বার সে সুখের স্বপ্ন কেন আমায় দেখাচ্ছ?

অসীমা। আপনার প্রথম স্ত্রী "চৈনির" কোন খবর পান?

রমণী। আমার—আমার প্রথম স্ত্রী? এঁ্যা—সে কি?

অসীমা। ও বাবা, ষ্টুডেণ্টসিপ্ পাস ক'রে এতবড় প্রোফেসার হয়ে এমন নবকার্ত্তিকের মত চেহারা নিয়ে প্রাণে এত ভালবাসা পুরে রেখে, মুখ দিয়ে একি মিছে কথা কওয়া ?

রমণী। তুমি—তুমি—এসব জানলে কি ক'রে ?

অসীমা। অবিশ্যি জেনেছি আমার কোন আপনার লোকের কাছ থেকে! তা যার কাছ থেকেই জানি—কথাটা কি আপনি বল্‌তে চান একেবারে বেবাক মিছে ?

রমণী। একেবারে মিছে না হোক্, বেবাক সত্যিও নয়! কারণ ঘটনা চক্রে একরাতে আমায় বাধ্য হয়ে তার গলায় মালা দিতে হয়েছিল!

অসীমা। অর্থাৎ অগ্নি সাক্ষ্যি ক'রে তাকে বিবাহ ক'র্ত্তে বাধ্য হয়েছিলেন—কেমন ? এই তো ?

রমণী। তুমি তো দেখ্‌ছি একেবারে ত্রিকালজ্ঞা মোহিনী দেবী!

অসীমা। যাই হোক্, তাকে নিয়ে ঘর করুন আর নাই করুন, ধর্ম্মতঃ তাকে স্ত্রী বলে তো মান্‌তে আপনি বাধ্য!—

রমণী। কিসে বাধ্য তুমিই বিচার ক'রে বল। পিসেমশাইয়ের দূর সম্পর্কে এক অনাথিনী বিধবা ভগ্নী ছিলেন; আমাদের কালিকাপুরের পাশে নন্দীগ্রামে তাঁর বাড়ী। হঠাৎ একদিন রাত্রে পড়াশুনা ক'রে খেয়ে শুতে যাচ্ছি—পিসেমশাই বল্লেন তোমায় এক অনাথিনী বিধবার জাত রক্ষা কর্ত্তে হবে! আমি তো অবাক! কি সমাচার? না, তাঁর ন'বছরের একমাত্র কন্যার বিবাহের যেখানে স্থির হয়েছিল, সামান্য টাকার জন্যে বিবাহ রাত্রে বর অন্য যায়গায় বিয়ে কর্ত্তে চলে গেছে! সে রাত্রে

যদি বিধবার কন্যাটীর বিবাহ না দেওয়া হয় তাহলে সমাজে তাঁকে একঘরে হতে হবে, আর মেয়ের বিয়েতো হবেই না।

অসীমা। মশায় তখন চেলী প'রে তাড়াতাড়ি গিয়ে অনাথিনী বিধবার জাত রক্ষা কল্লেন—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁব কন্যাব স্বামীস্থান অধিকার করে বস্‌লেন্—

রমণী। এই সর্ত্তে যে, বিবাহের পরদিন থেকে সে কন্যার সঙ্গে কখনো আমার কোনও সম্বন্ধ থাকবে না, বা তিনি (অর্থাৎ সেই অনাথিনীর কন্যা) ভবিষ্যতে কোনকালে আমার কাছ থেকে ভরণপোষণের দাবী কর্ব্বেন না !

অসীমা। আপনার অবস্থা ভাল হলেও না ?

রমণী। কোন কালেই না। যাক্—সে সব বাজে কথা !

অসীমা। আপনার কাছে সেটা খুব বাজে কথা ব'লেই মনে হবে, কারণ আপনি পুরুষমানুষ, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক—আমি তো সে অভাগিনীর কথাটা বাজে বলে মনে কর্ত্তে পাচ্ছি না !

রমণী। এত কথা, এত আলাপ পরিচয়, এত ভালবাসাবাসির মাঝখানে তুমি হঠাৎ একটা পুরাণো অতি অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা কল্লে কেন বল দিকি ?

অসীমা। অপ্রিয় প্রসঙ্গ ! এত একটা রীতিমত Romance ! ঘটনা বৈচিত্রময় অভূতপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর সমাজ-সমস্যা পূর্ণ উপন্যাস।

রমণী। তাহলে আমি এখন চললুম—

অসীমা। যাবেন তো নিশ্চয়ই—ধরে তো রাখ্‌তে পার্ব্বো না !

রমণী। যে ধরান্ ধরেছ ছাড়ান পাওয়া দায়! কিন্তু কি করি উপায় তো কিছু নেই!

অসীমা। উপায় ক'রে নিতে হয়! আচ্ছা আর একবার একটু অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলি, কিছু মনে কর্ব্বেন না!

রমণী। তোমার কথা? তোমার কথা আমি দিন রাত্তির মনে কর্ব্ব অসীমা!

অসীমা। উঃ দেখেছেন—প্রেমটা পরকীয়া হলেই কি রকম গভীর হয়! ধরুন যদি আমি আপনার স্ত্রী হতুম তাহলে কি প্রেমের এতটা গভীরতা আপনি অনুভব কর্ত্তে পার্ত্তেন?

রমণী। নিশ্চয় নিশ্চয়! ওঃ—তুমি যদি আমার স্ত্রী হতে—

অসীমা। তাহলে তৎক্ষণাৎ আমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা কর্ত্তেন! অন্ততঃ আপনার এপক্ষের স্ত্রীর খাতিরে! যাক্ সে কথা! আচ্ছা আপনার সেই একরাত্রের স্ত্রী অর্থাৎ না পার্ষিামানের ধর্ম্মপত্নীর কোন সংবাদ জানেন কি?

রমণী। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুমি তার কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ অসীমা? সত্য বল দিকি—তার সঙ্গে কি তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?

অসীমা। স্বামী হয়েও ধর্ম্ম সাক্ষ্যি ক'রে বিবাহ ক'রেও যার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ নেই—তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থাকবে কেন? তবে স্ত্রীলোকের কৌতুহল বড় ভীষণ জিনিষ! সেটা যদি একবার তার প্রাণে জাগে, তাহলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শক্তি নেই যে তা দমন কর্ত্তে পারে! যাই হোক

আপনার এ প্রসঙ্গে যদি মনে অসন্তোষের সৃজন করে, তা'হলে কাজ নেই—

রমণী। তোমার কোন কথাতেই আমার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে না—তা সে যতই অপ্রিয় হোক না কেন! আমার সেই একরাত্রের "স্ত্রী" বল আর যাই বল, তার কোন সংবাদ বিবাহের পরদিন হতেই আমি রাখিনি।

অসীমা। আপনার ফুলশয্যাও হয়নি?

রমণী। পিসেমশাই পিসিমার অনুরোধে শুধু ফুলশয্যা কেন, বিবাহের নিয়মকর্ম্ম সবই হয়েছিল! ফুলশয্যা রাত্রে কোন গতিকে চোক কাণ বুজে তার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে রাতটা কাটিয়েছিলুম বটে, কিন্তু বিছানায় একটা ছোট্ট প্রাণী একপাশে প'ড়ে আছে এ অনুভূতি ছাড়া আর কোনও ঘটনা সে রাত্রে ঘটতে সুযোগ পায়নি। আমি তাকে ভাল ক'রে চক্ষেও দেখিনি!

অসীমা। শুভদৃষ্টির সময়ও নয়?

রমণী। ঐ যে বল্লুম নিয়মকর্ম্ম সবই হয়েছিল। সকলে বল্লে—চোখ চেয়ে দেখ, আমিও চকিতে চোখ চেয়ে দেখলুম্—একটা বালিকা মাত্র! ব্যস্ আর কিছুই নয়! তারপর বাসরঘরে গিয়েই অঘোরে নিদ্রা!

অসীমা। সে কিন্তু আপনাকে দেখেছিল!

রমণী। তা কি ক'রে বল্‌বো!

অসীমা। হ্যাঁ দেখেছিল নিশ্চয়ই—দেখেছিল—প্রাণভ'রে দেখেছিল! শুভদৃষ্টির সময় দেখেছিল—বাসর রাত্রে ঘোমটার ভেতর থেকে

দেখেছিল—কুশণ্ডিকার সময় দেখেছিল, ফুলশয্যার রাত্রে দেখেছিল সমস্ত রাত্রি।

রমণী। তুমি কি ক'রে জান্‌লে অসীমা?

অসীমা। আমি স্ত্রীলোক—আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা জানিনা? বালিকা হোক্—অজ্ঞান হোক্—হিঁদুর মেয়ে, সে যখন বুঝেছিল এই আমাব স্বামী—আমার ইহকালের পরকালের একমাত্র গতিমুক্তি, আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই আমাব সব, তখন সে কি না দেখে থাকতে পাবে? তার ওপোর এমন সুন্দর চেহাবা সে দেখে প্রাণে প্রাণে কত গর্ব্বই না অনুভব করেছিল। সে তো জানতো না যে এই দু'একরাত্রের অভিনয় অন্তে তার দীর্ঘ-জীবন-নাটকের যবনিকা অভিনয়ের প্রারম্ভেই জন্মের মত পড়ে যাবে!

রমণী। তুমি দেখছি ভয়ানক Sentimental!

কর্ত্তা-ঠাকুদ্দা। (নেপথ্যে চীৎকাব করিয়া) পুঁটিরাম! অ পুঁটু!—

রমণী। (শশব্যস্তে) আমি—আমি চল্লুম!

অসীমা। হ্যাঁ—ঐ যে আপনার নাম ধরেই তো ডাক্‌ছে!

(কর্ত্তা-ঠাকুদ্দার নেপথ্যে পুনরাহ্বান)

রমণী। ও কাকে ডাক্‌ছে কে জানে? উঃ কি ভীষণ চেঁচাচ্ছে—

অসীমা। আপনার কালিকাপুরের ডাকনাম ধরে ডাক্‌ছে! কেউ বুঝতে পার্ব্বে না।

রমণী। আমি—আমি চল্লুম অসীমা। কাল দিনের বেলা দেখা হবে।

অসীমা। কর্ট্ঠাকুদ্দাকে ডাকুন না—

রমণী। না না ওরে বাপ্‌রে—অমন কাজও করে? (রমণীর প্রস্থান)

অসীমা। ব্যাপার বড় গুরুতর ! বাঘিনীর মুখের আহারে ভাগ বসানো ? উ-হুঁঃ—পেছ্‌পাও হলে চল্‌বে না !

(পশ্চাৎদিক হইতে কেতকী প্রবেশ করিয়া অসীমাকে আলিঙ্গন করিল)

অসীমা। ওমা—ওমা—একি—একি—

কেতকী। প্রিয়ে—প্রিয়তমে—আমি এসেছি। আবার এসেছি—যেতে যেতে ফিরে এসেছি—

অসীমা। ছাড়ো ছাড়ো বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি। উঠোনের মাঝখানে ভর সন্ধ্যেবেলা—আঃ কি করো—

কেতকী। উঠোনের মাঝখানে ভর সন্ধ্যেবেলা নিরীহ ভদ্রলোককে ধর-পাকোড় ক'রে তুমি কি রকম কাণ্ডকারখানা কল্লে বল দেখি? যেন Civil disobedience এর আসামী ধরেছ—মনে কল্লুম দিলে বা বুঝি ছ'মাস ঠেলে !

অসীমা। তুমি—তুমি বুঝি এতক্ষণ—

কেতকী। অন্ধকারে ঐ মাঝের ঘরটার জান্‌লায় দাঁড়িয়ে দিব্যি তোমাদের প্রেমাভিনয় দেখ্‌ছিলুম। যাক্—কি রকম বুঝ্‌লে বল দিকি ?

অসীমা। তুমি তো সবই শুন্‌লে। তুমি কি রকম বুঝলে বলনা ?

কেতকী। বুঝলুম ও "আর ব্যানার্জ্জি" রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ আর যেমন ধারাই শ্যামচাঁদ হোন্—এ শ্রীমতী রাধার কোটালী না ক'রে আর ছাড়ান্ পাচ্ছেন না।

অসীমা। কিন্তু সে যে অতি ভীষণা চতুরা চন্দ্রাবলী ! সেখানে আমি মাথা গলালেই একেবারে সদ্য বলিদান !

কেতকী। তবে কি হাল ছেড়ে মাঝ গঙ্গায় নৌকো ভরাডুবি কর্ব্বে নাকি ?

অসীমা। তা কি সহজে হ'তে দোবো বৌদি ?

কেতকী। নিশ্চয়ই না। তোমার কাছেই তো First mortgage। ওতো Second mortgage। প্রথম দখল তো তোমারই—

অসীমা। তা বটে ! কিন্তু কোনও Document যে আমার নেই। একটা পরামর্শ আছে। এসনা দু'জনে Consult করা যাক্।

কেতকী। তোমার নতুনদাদা আসুক না। নইলে Round Table Conference এর President হবে কে ?

অসীমা। নতুনদা কখন আস্‌বেন তার তো কিছু ঠিক নেই ! ততক্ষণ কি ভাই Conference বন্ধ রেখে ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে পার্ব্ব ?

কেতকী। আচ্ছা লাগে ! চলো ! তোমারও যেমন বর পাবার জন্যে উদ্যম আমারও তেমনি তোমাকে বর supply কর্ব্বারও উদ্যম ! নিদেন অভাবপক্ষে আমারটাই দিনকতক তোমায় loan হিসেবে দিয়ে রাখবো।

অসীমা। দূর হ পাপিষ্ঠা।

কেতকীর গীত

ননদিনী লো !—আজু রজনী তুঁহু, ভাগ্যে পোহাইল,
পেখলি পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানহ,
দশদিশি দেখো নিরনন্দা ॥
আজু তব গেহ, গেহ করি মানহ,
আজু তব দেহ হল দেহা।

আজু বিহি তোহে, অনুকূল হোয়ল,
টুটল সকল সন্দেহা ॥
কুঞ্জে কোয়েলা, ঘন ঘন ডাকত,
পূর্ণ উদয় দেখো চন্দা।
কন্‌কনায়ত শীতে, ভীষণ পৌষ মাহে,
ঠাণ্ডা পবন বহে মন্দা ॥

তৃতীয় দৃশ্য

রমণীমোহনের অন্তঃপুর

চন্দ্রমুখুয্যে, অশোকলতা, কিঞ্জল্‌কা

চন্দ্র। আর ছেলেমানসি করিস্‌নি—বুঝলি কিনজু। ঝি বাম্‌নি রাখ্‌। এ রকম ক'রে খেটে খেটে কি শেষে একটা উৎকট ব্যায়রামে পড়বি?

অশোক। ব্যারামে পড়বে কি? যে রকম খাটুনি বেড়েছে—কোনদিন হয়তো Heart fail করে মারা যাবে—দেখনা।

কিঞ্জ। কি বল্‌ছিস দিদি? কি এমন উৎকট খাটুনি আমার যে খেটে খেটে আমি মারা যাব?

অশোক। তাহ'লে আমরা দু'জনে সঙ্গে ক'রে আমাদের জানাশুনো ঝি রাঁধুনি চাকরদের যে ব'লে কয়ে নিয়ে এলুম—তুই তাদের রাখ্‌বিনি?

চন্দ্র। মাইনে তোকে দিতে হবে না। সে তোর দিদি দেবে।

কিঞ্জ। কেন মুখুয্যে মশাই? মাইনে দিতে কি আমি কাতর?

অশোক। তবে ওদের রাখ্‌বিনা কেন? ওদের আমরা সঙ্গে ক'রে

এনেছি—তুই যদি না রাখিস্ তাহ'লে আমাদের কত অপমান হবে তা বুঝতে পাচ্ছিস্? ছিঃ—ওবকম একগুঁয়েমি ভাল নয় কিনি।

কিঞ্জ। কি রকম চরিত্রের লোকজন সব কে জানে?

চন্দ্র। আরে পাগ্‌লি—ওরা সব আমার বাড়ীতেই কাজ কর্ত্ত। নইলে কি মেস্‌বাড়ীর ঝি ধ'বে এনেছি?

অশোক। আব তাও বলি—ঝি চাকর বামুন—এত বেছে রাখ্‌তে গেলে কল্‌কেতার সহরে তো চলেনা বোন্। তবে এরা সব রাতদিনের লোক। তোব বাড়ীতেই থাকবে।

কিঞ্জ। ঝি দু'জন—আর ঐ বাম্‌নি মাগীর বয়েস কত?

চন্দ্র। ঝি দুটোর বয়েস—একজনের ১৬ আর একজনের এই ১৮—আর বাম্‌নির বোধ হয় ১৯ এখনও পার হয়নি।

কিঞ্জ। না—না—না—দিদি—না মুখুয্যে মশাই মাপ করো—আমি মরে গেলেও ও রকম লোক রাখ্‌তে পার্ব্বনা।

অশোক। আঃ—কেন বাপু তুমি ওর সঙ্গে রঙ্গরস কর? যে রঙ্গ বোঝেনা—বিশেষতঃ কিনি—তাব সঙ্গে রঙ্গরস করতে নেই। বলি হ্যাঁরে কিনি—যত বয়েস বাড়ছে—তত তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে নাকি? ঐ তো ওরা বসে রয়েছে—ডেকে ওদের চেহারাটা নিজে ভাল ক'বে দেখে—ওদের বয়েস আঁচ করে নে না।

(মাথায় চাদরের অবগুণ্ঠন দিয়া রমণীমোহনের প্রবেশ)

সকলে। এ আবার কে?

কিঞ্জ। কে আবার? বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

চন্দ্র। রমু ভায়া নাকি?

অশোক। কে? রমণী? ও আবার কি ঢং?

রমণী। হ্যাঁ—বড়দি। হ্যাঁ—দাদা। আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এসেছি। আপনাদের দুজনকে প্রণাম। (প্রণাম করণ)

কিঞ্জু। ও আবার কি ইয়ারকি হচ্ছে?

চন্দ্র। শ্যালিকার সঙ্গে রহস্য হচ্চে! কিছু বলিস্‌নি কিন্‌জু।

রমণী। রহস্য করিনি দাদা। বাধ্য হয়ে অবগুণ্ঠন দিয়েছি। আপনাব শ্যালিকা যদি অনুমতি করেন—

কিঞ্জু। (জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া) নাও—আর বড় শালী, বড় ভায়রা-ভাইয়ের সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে ইয়ারকি কর্ত্তে হবেনা।

রমণী। দাদার সঙ্গে আমি কথনো ইয়ারকি করতে পারি—না কখনো করেছি? আর বয়াটে ডেঁপো ছোকরার মত বড় শালীর সঙ্গে এরকম রসিকতা করা আমার সম্ভবপর? আমি ওঁকে বড় ভগ্নীর মতই জ্ঞান করি। ঘোম্‌টা দিয়েছি—তোমার অত্যাচারের, তোমার লাঞ্ছনার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে!

চন্দ্র। কি রকম? কিন্‌জু কি তোমাকে ঘোম্‌টা দিতে বলে নাকি?

কিঞ্জু। ইয়ারকি কচ্ছে বুঝ্‌তে পাচ্ছনা মুখুয্যে মশাই?

রমণী। তবুও বলে ইয়ারকি কচ্ছে। শুনুন্‌ দাদা—শোনো দিদি। ঘোম্‌টা দিয়েছি বাড়ীতে ঢুকেই।

অশোক। কেন?

রমণী। আরে বাপ্‌রে—বাড়ীর ভেতর ঢুকেই দেখি—দরদালানে তিনজন স্ত্রীলোক ব'সে আছে—

কিঞ্জু। স্ত্রীলোক? কই—কোথায়? এ্যাঁ—সে কি? কারা তারা?

রমণী। ব্যস্ত হোয়োনা! ঐ সাম্‌নেই ব'সে আছে। প্রথম দর্শনেই বুঝলুম—ঝি class এর। বয়েস আমার পিতামহীর বরাবর।

অশোক। ও বুঝেছি—আমাদের হরির মা,—তেলকদাসী এরা সব ব'সে আছে।

চন্দ্র। তাদের বদ্ চেহারা দেখেই বুঝি ঘোম্‌টা দিলে? উঃ ভায়া, তুমি তাহ'লে ভীষণ সৌন্দর্য্যের উপাসক! কুৎসিত দেখতে মোটেই চাওনা।

রমণী। আপনার, আমার কিম্বা দুনিয়ার চক্ষে ওরা কুৎসিত হ'তে পারে, কিন্তু আপনার ঐ শ্যালিকার চক্ষে সকলেই এমন যে আমি দেখ্‌লেই তাদের প্রেমে পড়ে যাব এবং তারা আমায় দেখলেই প্রেমে পড়ে যেতে পাবে।

চন্দ্র। প্রথম ভাগটা যা বল্লে সেটা একেবারে ছেলেমানুষি, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ভাগটা নিতান্ত মিছে নয়। তোমায় দেখ্‌লে আমারই প্রেমে পড়বার ইচ্ছে হয়।

কিরণ। এই—এই বলতো মুখুয্যে মশাই—তুমিই বলো। এ চেহারা দেখ্‌লে কার মনে কি হয়, কে বল্‌তে পারে?

রমণী। সেই জন্যেই তো স্ত্রীলোক দেখেই আমি ঘোম্‌টা দিয়েছিলুম। উঃ—জান্‌লেন দাদা—কখনো অভ্যেস নেই। এইটুকু পার হয়ে আস্‌তে হাঁপিয়ে মরি আর কি! দুবার হোঁচোট খাওয়ার উপক্রম!

চন্দ্র। তা ভায়া—ঘরের ভেতর এসে ঘোম্‌টা দিয়েছিলে কি তোমার বড় শালীকে—

অশোক। ছিঃ—কি কথাই যে বল তার ঠিক নেই।

রমণী। তা বড়দি—যে রকম ভগ্নীটি আপনার, ওঁর মনে কোন ধারণাই অসম্ভব নয়।

কিঞ্জ। খবরদার বল্‌ছি—ওরকম ইতরের মত কথা কোয়ো না। আমার বোনেদের কিম্বা আমার বাপের বাড়ীর কোনো মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে কখনো তোমায় বারণ করিছি ?

রমণী। না তা এখনও কর্‌নি বটে! সে দুর্ভাগ্যটা তোমার বাপের বাড়ীর সম্পর্কে কোনো স্ত্রীলোকের এখনো হয়নি বটে—কিন্তু—

কিঞ্জ। কিন্তু আবার কি ? আমার দিদি—আমার বোন্—আমার বাপের বাড়ীর কোনো মেয়েদের অত ছোট মন নয়। তারা কোন পর পুরুষের দিকে কখনো কুনজরে চায় না।

রমণী। আর আমি যদি বলি—কার মনের ভেতর কি আছে তুমি কি ক'রে জান্‌বে ?

কিঞ্জ। অবিশ্যি জান্‌বো—নিশ্চয়ই জান্‌বো। এই তো আমার দিদি দাঁড়িয়ে আছে। এতটুকু কুনজর তোমাকে—

অশোক। আঃ—কি সব পাগলের মত বলিস্ কিনি ? ওগো—হাঁ ক'রে ব'সে রইলে যে ? চল বাড়ী যাই—

চন্দ্র। বাড়ীতো যেতেই হবে অশোক। কিন্তু আজ হঠাৎ আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

অশোক। কি রকম ?

চন্দ্র। আর রকম কি ? আমার তো এই কান্‌কো-ভাঙ্গা চেহারা—এ চেহারা কি তোমার তেমন পছন্দসই ? এই জ্যান্ত কার্ত্তিক ভগ্নিপতিটীকে দেখে—

অশোক। যত বুড়ো হচ্ছ তত ঢং বাড়ছে ? তুমি না যাওতো আমি চল্লুম। কি লো কিনি—ঝি বামুনিদের রাখ্‌বি ?

কিঞ্জ। তা থাক্—দিনকতক দেখি ওদের কি রকম আচরণ।

রমণী। আমি কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা তা ব'লে বাড়ীর ভেতর ঘোম্‌টা দিয়ে থাকতে পার্ব্বো না।

কিঞ্জ। পুরুষমানুষে কি আবার ঘোম্‌টা দিয়ে বেড়ায় না কি? তুমি ঘোম্‌টা দেবে কেন? আমি ওদের ব'লে দোবো—তুমি যতক্ষণ বাড়ীতে থাক্‌বে ওরা সব ঘোমটা দিয়ে থাক্‌বে। আয় দিদি, জল খাবারের উয্যুগ করেছি।

(কিঞ্জল্‌কার ও অশোকার প্রস্থান)

চন্দ্র। রমু ভায়া! একটা ভাল কবিরাজ দেখাবার ব্যবস্থা কর।

রমণী। কোনো ডাক্তার কবিরাজের বাবার সাধ্যি নেই দাদা—এ রোগের চিকিৎসা করে। আমি না মলে ওর এ রোগ সারবে না।

চন্দ্র। এ রকম ভীষণ ব্যাধি এক একটা পুরুষের আছে শুনিছি। স্ত্রীলোকের এ ব্যাপার—এত serious তা কখনো দেখিনি।

রমণী। Serious ব'লে serious দাদা? পাড়ার কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই!

চন্দ্র। কেন?

রমণী। এই আপনার শালীর জন্যে। যে কোন স্ত্রীলোক, যুবতী হোলে তো কথাই নেই,—কিশোরী, প্রৌঢ়া সময় সময় কোনো বালিকা যদি আমাদের বাড়ীর দিকে—ছাদে বেড়াতে বেড়াতে কিম্বা জান্‌লায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে—অমনি তাকে অপমান ক'রে বসে আছে।

চন্দ্র। বল কি?

রমণী। আপনি গুরুজন—আপনার কাছে মিছে কথা বল্‌ছি?

চন্দ্র। কি ব'লে অপমান করে?

রমণী। বলে—"তুমি মেয়েমানুষ হয়ে—ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে—আমার স্বামীর দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকো কেন বলতো?"

চন্দ্র। সে কি হে? একেবারে ঘোর উন্মাদ হয়েছে বল?

রমণী। দুঃখের কথা আর বল্‌বেন না দাদা! ঐ যতীন আচায্যি নামে একটা পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রলোক, আমারই পাশের বাড়ীতে বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকেন। তাঁদের বাড়ীটা খুব ছোট; তাঁর স্ত্রীটি যথার্থই সতীলক্ষ্মী। অপরাধের ভেতর তিনি সেধে যেচে ওঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে চান। আর সেইজন্যে যখন তখন আমার ঘরের দিকে চেয়ে থাকেন—

চন্দ্র। তাতে কি হয়েছে?

রমণী। হবে আর কি? দু'একদিন আলাপ পরিচয় হ'তেই ফস্ ক'রে বল্লে—"তুমি এমন বেহায়া? পরপুরুষের দিকে দিনরাত্তির চেয়ে থাক্‌তে তোমার লজ্জা করেনা?" সেও বাঙ্গালের স্ত্রী—সে ছেড়ে কথা কইবে কেন? খুব দশকথা শুনিয়ে দিলে!

চন্দ্র। তাহ'লে এখন উপায়?

রমণী। উপায় আমার দেশত্যাগী হওয়া। এরকম ক'রে লোকের কাছে কাঁহাতকই বা অপদস্থ হওয়া যায় বলুন তো দাদা।

চন্দ্র। শ্বশুর বাড়ীতে দিনকতক পাঠিয়ে দাওনা—

রমণী। কিছুতেই যেতে চায়না দাদা—কিছুতেই আমাকে ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে চায়না। তাই যদি গিয়ে দু'মাস ছ'মাস সেখানে থাকে—তাহ'লেও তো আমি দিনকতক হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি। সেদিন গঙ্গা-স্নান করতে গেছি, অবিশ্যি একটু দেরী হয়েছিল বটে, আরে-বাবা—হঠাৎ দেখি পেছন দিকে দাঁড়িয়ে!

চন্দ্র। গঙ্গার ঘাটে পর্য্যন্ত ? কি সর্ব্বনাশ !

বমণী। বলে—"দু'ঘণ্টা ধ'বে গঙ্গাস্নান করা ? মেয়েদের রূপ দেখানো হচ্ছে বুঝি ?"—মহিলা শিক্ষা সমিতি থেকে সেদিন কতকগুলি উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা তাঁদেব anniversary meetingএর নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেছিলেন—

(জলখাবাব লইয়া কিঞ্জলের প্রবেশ)

কিঞ্জ। আসবে বৈকি ? তোমায় নেমন্তন্ন কবতে যত চুলোমুখী যুবতী মেয়েরা আসবে বৈকি—

বমণী। নাঃ—যে অপমান তাঁবা হয়ে গেছেন—আব জন্মেও কখনো এ বাড়ীতে কোনও ভদ্রমহিলা কেন—কোনও ভদ্রলোকের ছেলে—কিম্বা কোনো ভদ্রলোক কেউ ভুলেও আস্‌বে না !

কিঞ্জ। তা'হলেই তো আমি বাঁচি। নাও মুখুয্যে মশাই—একটু মিষ্টিমুখ করবে চল। আজ খেয়ে দেয়ে যেতে হবে তা বলে দিচ্ছি।

চন্দ্র। সে আজ নয়—আর একদিন হ'বে। আব এই অবেলায় মিষ্টিমুখ কেন ?

রমণী। বাঃ—সে কি হয় ?

কিঞ্জ। কতদিন পরে আমার বাড়ীতে এলে—একটু মিষ্টিমুখও কর্ব্বে না ?

রমণী। বড়দি গেলেন কোথায় ?

কিঞ্জ। ও ঘরে জল খাচ্ছে।

চন্দ্র। দেখ্‌ছিস—দেখ্‌ছিস কিন্‌জু। খবর নিচ্ছে শালিটী কোথায় ?

রমণী। আপনি শুদ্ধু আমার পেছনে লাগ্‌ছেন দাদা ?

কিঞ্জ। উনি যে তোমায় চেনেন ভালরকম। মুখুয্যে মশাই তো আজকের নয়—অনেক দেখেছেন—শুনেছেন।

চন্দ্র। দেখেছি—শুনেছি আর হালের লেখা বিস্তর নভেলেও পড়িছি। যুবতী শালীর সঙ্গে যুবক ভগ্নীপতির প্রণয়—

রমণী। আমি তাহ'লে এখান থেকে চলে যাব দাদা।

কিঞ্জ। কল্লেই বা একটু ঠাট্টা। তোমার গায়ে লাগ্‌ছে কেন? তোমাব মনে তা'হলে নিশ্চয়ই পাপ আছে। তাই বটে!

চন্দ্র। পাপটা ওর মনে থাকা ততটা সম্ভব নয়—কিন্তু তোমার দিদির মনে থাক্‌লেও থাক্‌তে পাবে। (রমণীর চলিয়া যাইবার উদ্যোগ) আচ্ছা—আচ্ছা আর ওকথা বলবো না।

কিঞ্জ। সত্যি বল্‌ছি মুখুয্যে মশাই—ভারি জ্বালাতনে পড়িছি আমি তোমার এই ভায়রাভাইটীকে নিয়ে। কি করি বল দিকি?

চন্দ্র। তাইতো ভাব্‌ছিলুম যে—তোর এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত? আচ্ছা এক কাজ কর্‌না কিন্‌জু—

কিঞ্জ। কি বল?

চন্দ্র। তুই একটা কাঠের সিন্দুক তৈরী কর—খুব বড় দেখে—

কিঞ্জ। কাঠেব সিন্দুক কি হবে?

চন্দ্র। তার ভেতোর ক'রে পুরে রেখে তালা বন্দ করে দিবি।

রমণী। সেটা কল্লে মন্দ হয় না। তার চেয়ে খানিকটা আমাকে arsenic খাইয়ে দিলেই তো সকল দিকে নিশ্চিন্তি!

(অশোকার পুনঃ প্রবেশ)

অশোকা। কিগো শালীর সঙ্গে গল্প কর্ত্তে যে দিন কাবার ক'রে ফেল্‌ছো!

চন্দ্র। হ্যাঁ—তাহলে চল্লুম কিন্‌জু। ঝি, বাম্‌নি, চাকর থাকবে, না সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব?

কিঞ্জ। ঐ যে বল্লুম—থাক্ দিন কতক। তারপর অসুবিধে বুঝি তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ?

অশোকা। একটু মাথাটা ঠাণ্ডা কর্—বুঝলি কিনি। নেহাৎ ছেলেমানুষটী তো নোস।

(আশোকা, চন্দ্র মুখুযোর ও কিঞ্জলের প্রস্থান)

(কর্ত্তা ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

ক-ঠা। এই যে পুঁটু ভাই—তুমি এখানে—

রমণী। হ্যাঁ, কি খবর কৎ ঠাকুদ্দা?

ক-ঠা। ওদিকে ভীষণ কান্নাকাটীর ব্যাপার!

রমণী। কান্নাকাটী? কোথায়? কেন?

ক-ঠা। উঃ—শুনে অবধি মন-খারাপ যায় নি! কি আছাড় বিছেড়—কি বুক চাপড়ে কান্না!

রমণী। আরে কে কাঁদছে—কারা কাঁদছে—কাদের কি হোল?

ক-ঠা। চাদ্দিক থেকে এই রঙ্গের লোক জমে গেল! যে মড়াকান্না থামায় কার বাপের সাধ্যি?

রমণী। আবার বুঝি হাবুঘোষের মৃত্যু সংবাদ দিতে এসেছ?

ক-ঠা। উছন্ন যাক্—আঁটকুড়ীর বেটা হাবু ঘোষ! সে বেটার মার্কণ্ডের প্রমাই—সে মরচে? তাহলে আমাকে চার আনার গামছাখানা আঠার পয়সায় বেচে ঠকাবে কে? সে বেটা মরেচে? গোর বেটা—পাজী—নচ্ছার—সে কখনো মরে?

রমণী। যাক্—দুর্ভাবনা গেল! হাবু ঘোষ মরেনি? তবে যে সেদিন পাক্কা খবর শুনে এসে অত শোক প্রকাশ কচ্ছিলে?

ক-ঠা। শোন্‌বার একটু ভুল হয়েছিল দাদা। গামছাওলার দোকানের

হাবু ঘোষ মরেনি! মরেছে ভিস্তি হবিবুল্লার দোস্ত হানিফ খাঁ!

রমণী। ও—হবিবুল্লার দোস্ত শুনতে একেবারে হাবুঘোষ শুনেছিলে? যাক্ আজকের মড়াকান্নাটার সংবাদ কি?

ক-ঠা। হ'রে স্যাকরা—আমাদের পাড়ার—তাকে চেনোতো?

রমণী। সে কি! আমাদের হ'রে স্যাক্রার বাড়ীতে? মড়াকান্না! সে কি?

ক-ঠা। আর সে কি? গুষ্টিশুদ্ধ কেঁদে মাথা খুঁড়ে—বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! উঃ—কি বুক চাপ্ড়ানো? থামানো দায়!

রমণী। আরে ছাই মরেছে কে জেনে আস্তে পাল্লে না?

ক-ঠা। জেনে আসিনি? এমন বেকুব গাধা আমি? জেনে এসেছি—সবার চোখে মুখে জল দিয়ে এসেছি—সকলকে—মাগীমদ্দ তার বাড়ীতে যে যেখানে ছিল। একধার থেকে সবাইকে ঠাণ্ডা ক'রে তবে তোমার কাছে খবর দিতে এসেছি!

রমণী। দূর হোক্ গে ছাই—আমি নিজেই খবরটা নিয়ে আসি।

ক-ঠা। আমি যখন খবর দিচ্ছি তখন তুমি আর কষ্ট ক'রে যাবে কেন?

রমণী। আপনি ত খবর দিচ্ছেন না, অগত্যা নিজেকেই খবর আন্তে যেতে হবে। হ'রে স্যাক্রা আমাদের বাড়ীতে যখন তখন আসে। পাড়ার লোক, আমার বাড়ীতে গয়নাগাটী গড়ে, আমাদের খুব অনুগত! তার বাড়ীতে হঠাৎ কে মোলো—জানতে হবে না?

ক-ঠা। কেউই মরেনি! মর্ব্বে কে? তাদের কড়া জান্—তাদের বাড়ীতে মলেই হল?

রমণী। তবে যে বল্লে মড়াকান্না উঠেছে।

ক-ঠা। তা উঠেছে! বাড়ীতে ম'লে কেউ গুষ্ঠিশুদ্ধ মিলে এমন কাঁদতে কথন পার্ত্তনা।

রমণী। কেউ মরেনি অথচ সবাই বাড়ীতে মড়াকান্না কেঁদে উঠলো?

ক-ঠা। হ'রে স্যাকরার বড় মেয়ে বিয়ের পরে এই প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে ঘর কর্ত্তে যাচ্ছে কিনা—তাই মেয়ের বিরহে গুষ্ঠিশুদ্ধ এমন কান্নাহাটী তুলেছে যে বাড়ীতে উপযুক্ত এক ছেলে ম'লেও বাপ মা এমন কাঁদেনা! বুঝলে বাবা পুঁটীরাম?

রমণী। কৎঠাকুর্দ্দা! যত আজগুবি মিথ্যে খবর আর এ বাড়ীতে এনোনা ব'লে দিচ্ছি! তা যাক্। একটা কথা তোমাকে বলি শোনো! তুমি যার তার সাম্‌নে আমাকে পুঁটী-রাম—পুঁটু ব'লে আর ডেকোনা—বুঝলে?

ক-ঠা। না—কোন্ চণ্ডাল তোমাকে পুঁটীরাম ব'লে আর ডাকবে? এই আমি পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি কর্‌ছি।

রমণী। হ্যাঁ—মনে থাকবে তো? আমায় লোকজনের সাম্‌নে কি ব'লে তবে ডাকবে বল দিকি?

ক-ঠা। অ-পোঁটাধন—পোঁটা মানিক!

রমণী। চুলোয় যাক্—যাও তুমি—যাও। (কর্ত্তাঠাকুর্দ্দার প্রস্থান)

(কিঙ্করের প্রবেশ)

রমণী। বাইরের লোকজনের কাছে যতদুর অপদস্থ কর্‌বার তাতো করেছ। এবার ব'লে দিচ্ছি—তোমার বাপের বাড়ীরও কেউ আর আমার বাড়ীতে ঢুক্‌বে না!

কিঙ্ক। আচ্ছা—আচ্ছা—সে আমি বুঝবো! তোমায় আর বুড়োমী কর্ত্তে হবে না!

রমণী। বড় বোনের সাম্‌নে, বড় ভগ্নিপতির সাম্‌নে কি সব আহাম্মকের মত কথা বল্লে বল দিকি ?

কিঞ্জ। অন্যায় আমি কিছু বলিনি ! স্পষ্ট কথা কইব—তাতে ভয়টা কিসের ? আর তুমি কি মনে কর আমি দুনিয়ার কোন স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করি ?

রমণী। দুর্গা-দুর্গা—বল কি ? ছি ছি—অমন মহা পাতকের কথা মুখ দিয়ে এনো না !

কিঞ্জ। বেশ কর্‌বো আন্‌বো ! আমার পেটে একখানা মুখে একখানা নেই !

রমণী। কি বলব নেহাৎ ভালমানুষ আমি, তাই তুমি আমার ওপোব এতটা advantage নিতে পাল্লে ! অন্য কোন শক্ত পাল্লায় পড়লে বুঝতে পার্ত্তে !

কিঞ্জ। কি বুঝতে পার্ত্তুম শুনি ? বল—বল চুপ্‌ করে রইলে কেন ?—বল না অন্য কেউ হলে কি কর্ত্ত আমায় ?

রমণী। কি কর্ত্ত এখন আর তোমায় বলে কি বোঝাব ? বলে—কি কর্ত্ত ! সায়েস্তা ক'রে দিত ! চিরদিন পুরুষে যা করে এসেছে—স্ত্রীলোকেরা পুরুষের কাছে যে ভাবে থাকৃতো—সেই রকম বেতের আগায় শাসিয়ে রাখতো।

(বালকবেশে অসীমার প্রবেশ)

অসীমা। সেদিন আর নেই স্যার্—সে যুগ পাল্‌টে গেছে।

রমণী। এঁ্যা—এ্যা—কে—কে—

কিঞ্জ। কে—কে তুমি ?

অসীমা। পরিচয় কিছুই নেই। গরীবের ছেলে—পড়বার ভারি ইচ্ছে তাই আপনাদের—

রমণী। তুমি—তুমি এখানে!

অসীমা। আমার দিদির কাছে এসেছি। আপনার সঙ্গে মাসাবধি দেখা কর্ব্বার চেষ্টা কর্‌ছি! দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু আপনি তো ছেলেপুলে দেখলে, পুরুষ মানুষ দেখলে, বিশেষ আমল দেন না! হতুম যদি স্ত্রীলোক—তাহলে জানলেন দিদি—উনি হয়তো খুব যত্ন আত্তি কর্ত্তেন।

রমণী। আমি—আমি চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যত)

কিঞ্জ। যাচ্ছ কেন? গরীবের ছেলে—ছেলে মানুষ—কিছু সাহায্য চাইতে এসেছে তোমার বাড়ী—পালাচ্ছ কেন—আর অত মুখ শুকিয়েই বা যাচ্ছে কেন তোমার?

রমণী। তুমি—তুমি এখন যাও—

অসীমা। আমি তো আপনার কাছে আসিনি, এসেছি আমার দিদির কাছে। আপনি সচ্ছন্দে কোথায় যাচ্ছেন যান্ না! আমি আপনাকে খুব চিনি Sir খুব চিনি। আপনি Professor মানুষ, কোথায় ছাত্রদের একটু দেখবেন শুনবেন তা নয়—কোথায় কোন্ Lady's club এর meeting হচ্ছে—কোথায় কোন্ মহিলাদের association আছে, সেইদিকেই হল আপনার ঝোঁক্!

কিঞ্জ। কিগো—মুখে বাক্যি হ'য়ে গেল যে! ছেলেটীর দিকে একবার চেয়েই দেখছ না—ব্যাপার কি? ও কি বলে শুন্‌ছ?

রমণী। ওর যা ইচ্ছে তাই বল্‌ছে! কথার তো Tax নেই!

অসীমা। যদিও আমি পুরুষ মানুষ,—তবু এই পুরুষদের অত্যাচার, চিরদিন মেয়েদের ওপোর—এ দেখে দেখে একেবারে যাকে বলে জর্জ্জরিত হয়ে গেছি ! এই আপনার মতন যদি স্ত্রীলোকরা সবাই strict হয়, তাহ'লে পৃথিবী থেকে নারী নির্য্যাতন জিনিষটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়।

রমণী। সকল পুরুষরা কি নারী নির্য্যাতন করে ?

অসীমা। সবাই ! চার যুগ শুনে আস্‌ছি—স্ত্রীলোক পুরুষের পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি খাবে ! পুরুষ যা ইচ্ছা তাই কর্ব্বে—স্ত্রীলোক কথাটী কইবে না।

কিঙ্কু। বাঃ—বাঃ—দিব্যি ছেলেটী ! তুমি থাকো কোথায় বল্লে না ? হ্যাগা—একি তোমার ছাত্র ?

রমণী। আমার—আমার ছাত্র ? কই—তা—তা—তুমি—তুমি—

অসীমা। দেখছেন দিদি—আমাকে চিরদিন যেমন পায়ে ঠেলে এসেছেন —এখানেও আপনার সামনে সেই ভাবটী বজায় রাখছেন। তা হচ্ছে না। এই আমি দিদির হিল্লেতে এসে পড়েছি—এইবার আমাকে একটু দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।

কিঙ্কু। হবেই তো ! আহা গরীবের ছেলে—ভদ্রলোকের ছেলে—দুঃখ কষ্টে পড়েছে—তোমাকে দেখ্‌তে হবে না ?

রমণী। তা যাওনা ভাল ক'রে পড়লে—যাওনা—

অসীমা। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা ! আপনার college এ সুবিধে না হয়—Private পড়ান্—

রমণী। আমার—আমার সময় কোথা ? আর Private যদি পড়তে হয় তাহলে আমার বাড়ীতে তো সুবিধে হবে না—

কিঞ্জ। অবিশ্যি হবে। আমার বাড়ীতে হবে না তো কি, ওকে পড়াবার অছিলা ক'রে ওব বাড়ীতে যাবে ? তা হবে না—

অসীমা। কিন্তু এখানে আস্‌তে আমাব বড্ড ভয় ভয় করে।

রমণী। অত ভয়ে ভয়ে আসবার দরকাবই বা কি ? এখানে না হয় নাই এলে। কলেজে আমাব সঙ্গে দেখা কবো।

কিঞ্জ। কেন আসবে না এখানে ? অবিশ্যি আসবে! আমার কাছে যখন আশ্রয় নিয়েছে—আমাব মায়েব পেটের ছোট ভাইটী—আমাকে দিদি বলেছে! আমাব কাছে এসে কি চাই—কি দবকাব—জানাবে না ?

অসীমা। অনেক জিনিষ—অনেক জিনিষ চাই দিদি। আমাব আকাঙ্খাব শেষ নেই।

বমণী। তবে তোমার দিদিব দেবাব সাধ্য থাকলে তো দেবেন ?

কিঞ্জ। কি আর হাতী ঘোডা, অর্দ্ধেক বাজত্ব চাইবে ? গরীবের ছেলে হাত খরচের দু'দশটা টাকা—দুএক জোড়া কাপড়, খানকতক বই—কলেজের মাইনে—কি ভাই, এই সব হলে তো তুমি খুসী ?

অসীমা।—হঁ্যা ব্যস্‌—এই হলেই আপাততঃ যথেষ্ট! ওব সঙ্গে দিদির দয়া আব Professor মহাশয়ের একটু আদর যত্ন, স্নেহ ভালবাসা প্রেম—

রমণী। প্রেম ? প্রেম কি আবার!

অসীমা। দেখছেন—দেখছেন দিদি! গুরু প্রেম—শিষ্য প্রেম এ সমস্ত হল পবিত্র স্বর্গের জিনিষ! গরীব ছাত্রটীকে উনি দিতে কাতর।

কিঞ্জ। আমি ওঁকে খুব জানি ! তুমিও যে এর মধ্যে ওকে এতটা চিনে ফেলেছ—আমি অবাক হয়ে গেছি !

অসীমা। ছেলে বেলা থেকে দশবছর ধ'রে ওকে চিন্‌ছি !

কিঞ্জ। ছেলেবেলা থেকে ওঁকে তুমি চিন্‌লে কি করে ?

রমণী। আরে ডেঁপো ছোক্‌রা—যা ইচ্ছে তাই বক্‌ছে ! তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ঐ একটা ফক্কর ছোঁড়ার সঙ্গে—

কিঞ্জ। দেখ ভদ্রলোকের ছেলেকে ও রকম বোলোনা বল্‌ছি—

অসীমা। আহা বলুন দিদি বলুন। হাজার হোক জ্ঞানদাতা মহাগুরু, উনি বলবেন না তো বলবেন কে ?

কিঞ্জ। ওঁকে ছেলেবেলা থেকে চিন্‌লে কি ক'রে বল্লে না !

অসীমা। ওঁর পিশে হরিহর মুখুয্যের বাড়ীতো কালিকাপুরে, আমি ছেলে বেলায় মাসে মাসে যেতুম যে ! উনি ছেলেবেলায় পিসের বাড়ীতে থাকতেন না ? হরিহরবাবুকে চেনো দিদি ?

কিঞ্জ। হ্যাঁ, তাকে খুব চিনি। হরিহরবাবুর সঙ্গে আমার বাপের কুটুম্বিতে ছিল। হরিহর বাবু মস্ত বড় পণ্ডিত লোক ছিলেন। আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই তো ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল।

রমণী। থাক—থাক্—ওসব কথা থাক্ ! তাহলে তুমি ছোকরা এখন যেতে পার—অন্য সময় এস এখন।

কিঞ্জ। একটু মিষ্টি মুখ কর্ব্বেনা ভাই ?

অসীমা। যে মিষ্টি মুখ আপনার—যে মিষ্টি কথা আপনার—তাতেই আমার পেট ভ'রে গেছে দিদি ! উঃ, পাড়ার লোকজন বিশেষতঃ আমাদের এই Professor মশাই যে রকম দুর্ণাম করেছে আপনার।

কিঙ্কু। এ্যাঁ—সেকি ? আমাব দুর্ণাম ?

রমণী। সেকি—আমার স্ত্রীর দুর্ণাম ! কি বল্‌ছ তুমি ছোক্‌রা ?

কিঙ্কু। ছোকরা ঠিকই বলেছে !

রমণী। কি দুর্ণাম করি ?

অসীমা। বিশেষ এমন কিছু নয় ! এই রকম শোনা যায় দিদি যে আপনার বাড়ীতে শ্যালকুকুরও ঢুকতে পায় না !

রমণী। একথা আমি বলি ?

কিঙ্কু। নিশ্চয়ই বলো—তুমি না বল্লে এ সব বাইরের লোকেরা জান্‌বে কি ক'বে ? ছি—ছি—কত মহাপাপ করেছিলুম তাই তোমার গলায় মালা দিইছি—

অসীমা। নিশ্চয়ই—না জেনে শুনে বিয়ে করাটা ভাল কাজ হয়নি !—দিন রাত্তিব একজন অবলার চোখের জল—দীর্ঘশ্বাস—

রমণী। ওহে বাপু তোমার গুষ্টির পায়ে পড়ি—

কিঙ্কু। এ্যাঁ—এ্যাঁ—কার—কার চোখেব জল ? কার—কার—

অসীমা। এই আপনার—আপনার দিদি। আহা, আপনার কি কষ্ট দিদি ?

কিঙ্কু। সে কথা আর বোলোনা ভাই—সে কথা আর বোলোনা ! এর ওপর আবার দুর্ণাম ? বেশ কর্ব্বো কাকেও বাড়ী ঢুকতে দোবো না ! সবাইকে তাড়াবো।

রমণী। পয়লা নম্বর এ ছোকরাকে তাড়াও দিকি—

কিঙ্কু। ওকে তাড়াবো বই কি ? ও আমার মার পেটের ভাই—এ পৃথিবীতে ও আমার একমাত্র আপনার—

অসীমা। তাড়াতে হবে না—আমি আপনিই যাচ্ছি— (প্রস্থান)

কিঙ্ক। শোনো শোনো—ও ভাই শোন—একটু মিষ্টি মুখ ক'রে যাও—

রমণী। আপদ গেছে থাক্‌না—কেন ডাক্‌ছ আবার ?

কিঙ্ক। ছোঁড়াকে তাড়িয়ে দেওয়া হল—তা হবে না—তা হবে না ? নইলে গুণের কথা ঢাকা দেওয়া হবে কেন ? আমার বদনাম ! হা ভগবান ! সবাই আমার শত্রু—এমন ঘরে এমন বরে পড়েছিলুম মা—যে আমার এমন খোয়ার হচ্ছে—

রমণী। ওগো চুপ করো—চেঁচিওনা।

কিঙ্ক। হ্যঁা, চুপ করবে কেন ? আমি এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র কর্ব্ব—আমার জন্যে বাড়ীতে কাক চিল বসেনা।

রমণী। ওগো এখন থেকেই কাক চিল উড়তে আরম্ভ করেছে—আর বাড়িও না—তোমার পায়ে পড়ি !

কিঙ্ক। কি—এ্যঁা—আবার পায়ে পড়ে আমার অকল্যাণ করা !

রমণী। নাঃ—এ Hopeless !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রকাশবাবুর বহির্ব্বাটী

প্রকাশ ও কর্ত্তাঠাকুর্দ্দা

প্রকাশ। আশ্চর্য্যি ব্যাপার! এ ছবিখানা আপনি খুব বুদ্ধি ক'রে জোগাড় করেছেন তো?

ক-ঠা। বুদ্ধি? আমার বুদ্ধি? মানুষের বুদ্ধিতে পৃথিবীতে কখনো কোনো কাজ হয়েছে প্রকাশ ভায়া! তুমি এত লেখাপড়া শিখে শেষে বোকার মত কথাটা কয়ে ফেল্লে? বুদ্ধি হল গাঁজা মাসীর। যার দৌলতে কেমন সব পাকা পাকা বুদ্ধি, মজার মজার খেয়াল মাথায় জমাট বাঁধে—যার জন্যে তুমি পুঁটুভাই—এরা সব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছ।

প্রকাশ। ব্যতিব্যস্ত কিসে হলুম আমি?

ক-ঠা। ব্যতিব্যস্ত বই কি! নইলে এমনটা বা ঘটবে কেন? হরিদ্বারে একদিন গাঁজা মাসী হঠাৎ আমার খেয়াল জাগিয়ে দিলেন,—"যা বেটা, সন্ন্যাসী বেটাদের দল ছেড়ে দেশে ফিরে যা।" কি করি—মাসীর আদেশ দেশে যেতেই হবে। কিন্তু কোথায় বা দেশ—কোথায় বা আপনার জন। ভাব্‌ছি—অকুল পাথার! মাসী বল্লে—তোর ভাগ্নি বিন্দির কাছে গিয়ে থাক্‌গে যা। আহা, তাকে দেখবার শোনবার কেউ নেই! এলুম নন্দীগ্রামে।

ও বাবা—দিন কতক বাদে ভাগ্নিবেটী ঐ বিন্দি পোড়ারমুখি এমন ঠকামো কল্লে যে বলবার নয়!

প্রকাশ। আপনার সঙ্গে ঠকামো কল্লে বিন্দুপিসি? সে কি! কই একথা তো শুনিনি।

ক-ঠা। ঠকামো কল্লে না? আমি আসবা মাত্রই খুব খাতির করে—তারপর হঠাৎ একদিন ঐ শালী চৈনীকে আমার হাতে দিয়ে—দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় গিয়ে এমন শুয়ে পোড়লো—ব্যস আর কিছুতেই উঠ্‌লো না! এটা ঠকামো নয়তো কি ভাল কাজ হয়েছে বলবো তার?

প্রকাশ। আহা—বিন্দুপিসি কত পূণ্য করেছিল যে তুমি এসে তার নিদানকালে উপস্থিত হয়েছিলে! নইলে ভাব দিকি ঠাকুদ্দা—অসীমার আজ কি অবস্থা হোতো? তুমি এসেছিলে ব'লেই অসীমাকে সঙ্গে ক'রে আমার কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলে,—নইলে আমিই বা কেমন করে জান্‌বো হঠাৎ বিন্দুপিসী মারা গেছে আর অসীমার বিবাহ হয়েও এ রকম স্বামী পরিত্যক্তা?

ক-ঠা। গাঁজা মাসী বল্লে—বাবা রামসর্ব্বস্ব! এ একরত্তি মেয়ে নিয়ে তুমি কি কর্ব্বে? ভাবলুম—তাইতো কি কর্ব্ব? মানুষতো কর্ত্তে হবে। কিন্তু নিজে যখন মানুষ নই অপরকে মানুষ করি কি ক'রে? চক্ষু বুজে চৈনীকে জেরা কর্ত্তে সুরু কল্লুম। বল্লুম—একটা মানুষের মত আত্মকুটুম্বর নাম কর দিকি। শালী হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে আর পায় না, শেষে বাক্স প্যাঁটরা হাতড়াতে হাতড়াতে তোমার লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গেল।

প্রকাশ। যাক্—সে সব কথায় আর কাজ নেই! এই জন্তেই তোমার কাছে আমি এত কৃতজ্ঞ ঠাকুর্দ্দা! সংসারে ভগবান আমাকে যে এত ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন—সে কি শ্যালকুকুরের মত নিজের পেট ভরাবার জন্যে? আমি ধনবান্—অথচ আমার দূর সম্পর্কে হোক্—তবু চৈনী আমার সম্পর্কে বোন্ বটে তো। সে যদি অনাহারে নিরাশ্রয়ে প'ড়ে মারা যেতো, সে পাপ কি আমাকে স্পর্শ কর্ত্ত না? যাক্—এখন শেষ রক্ষা কি ক'রে হবে তোমার গাঁজামাসীকে ভাল ক'রে জিজ্ঞেস কর একবার।

(কেতকীর প্রবেশ)

ক-ঠা। ঐ যে বল্লুম—সুবিধে হলেই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি। গাঁজামাসী সেদিন বল্লে—এই, ওদের জোড়ে ছবি তোলান Document খানা দেখিয়ে একবার চৈনীকে দিয়ে তার জমিটা দখল নিয়েই ফেল্!

কেতকী। বাঃ—বাঃ—এ ছবি কোথায় পেলে ঠাকুর্দ্দা?

ক-ঠা। ঐ রমুর পিসে হরিহরের পঞ্চা ব'লে এক ভাইপো ছিল। চৈনীর কাছে শুন্‌লুম তার খুব ছবি তোলবার বাতিক।

প্রকাশ। এতো দেখছি রমণীবাবুর আর চৈনীর একেবারে ক'নে সাজা অবস্থায় তোলা।

কেতকী। হ্যাঁ—দেখছো না রমণীবাবুর মাথায় টোপর পর্য্যন্ত রয়েছে—

ক-ঠা। শুন্‌লুম বিয়ের পরদিন যখন বরক'নে বিন্দুর বাড়ী থেকে বিদেয় হয়ে হরিহরের বাড়ীতে যায়—সেই সময় হরিহরের সেই খ্যাপাটে ভাইপোটা ওদের এই ছবিটা তুলেছে—

কেতকী। কিন্তু ঠাকুরঝি কি ভীষণ চাপা মেয়ে গো। এ জোড়ে তোলান ছবির কথা তো আমাদের মোটেই বলেনি।

ক-ঠা। তার দোষ নেই। সে আমার গাঁজামাসীর হুকুম। আমিই তাকে বারণ করেছিলুম।

প্রকাশ। তা যাক্—অনেক কথা তো হয়ে গেল ; কিন্তু এ দিকে কতদূর কি হল ? অসীমা কি স্বামীর ঘর কর্ত্তে পাবে না ?

ক-ঠা। পাবে না ? এইসা এক চালাকী বাৎলে দেবো যে রমু ভায়া বাপ বাপ ব'লে এ বউ ঘরে নিতে পথ পাবে না !

কেতকী। সে বড় শক্ত ঠাঁই ঠাকুদ্দা—সেখানে আর বড় চালাকী চল্‌ছে না তোমার।

ক-ঠা। আরে দিদি এই "চা", "চাকরি" আর "চালাকী" এই তিনটির জন্যে বাঙ্গালী জাত বেঁচে আছে, বাঙ্গালী জাতের এত নাম—এত মান—এত পশার ! এই চালাকী ক'রেই তোমাদের বাড়ী কেনানো বন্ধ করিয়ে ঐ রমু ভায়ার বাড়ীর কাছেই তোমাদের বাসা করিয়েছি। এই চালাকী করেই—তোমাদের আশ্রয় ছেড়ে কে সাত পুরুষের কুটুম—ঐ শালা রমুর সম্পর্কে ঠাকুদ্দা সেজে ওর ভিটেতে অন্ন ধ্বংসাচ্ছি—ওকেও হাত করেছি আর ঐ ওর এ পক্ষের দজ্জাল বউটাকেও বশ করেছি।

কেতকী। রমুবাবু কি ওর স্ত্রী অসীমা ঠাকুরঝি সঙ্গে যে গোড়ায় বিয়ে হয়েছিল, সে কথা কখনো তোমার সামনে তোলেনা ?

ক-ঠা। ওর বৌটা একদম জানেই না। আর পাছে কথাচ্ছলে রমুর সঙ্গে কোনদিন আমাদের এ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথাটা

বেরিয়ে পড়ে, সেই জন্যে রমুর সঙ্গে দেখা হলেই আমি যত বাজে কথা ক'য়ে তাকে রাগিয়ে দিই। কিন্তু এবার আর গুপ্ত কথা ব্যক্ত না কর্লে চলছে না।

প্রকাশ। কিন্তু তাতে যদি উলটো উৎপত্তি হয় ?

ক-ঠা। এই রামসম্বন্ধ কি গাঁজামাসীর সঙ্গে পরামর্শ করেনি মনে করেছ ? মাসী বল্লে—এবার রমুকে খুলে বলে ফেল্, এবার বল্লে রমু কিছুতেই চৈনিকে ছেড়ে থাক্‌বে না।

কেতকী। তার মানে ?

ক-ঠা। এবার রমু ভায়া যে—থাক্ পরে জান্‌বে। (প্রস্থান)

প্রকাশ। যথার্থ মহাপুরুষ—

কেতকী। তা সত্যি বটে ! কিন্তু গাঁজা খেয়ে খেয়ে মাথাটা ঠিক নেই—এটা সত্যি।

প্রকাশ। এখন আর বড় খায় না।

কেতকী। মাঝে মাঝে খায়। শুন্‌লে না ?

(রমণীর প্রবেশ)

প্রকাশ। একি ? হঠাৎ রমণীবাবু কি মনে ক'রে ?

রমণী। কেন আসতে নেই নাকি ?

কেতকী। না এসে কি করেন ? এখন ওঁর স্ত্রী যে তোমার ভগ্নীকে নিয়ে ভীষণ engaged !

প্রকাশ। নাঃ—এ বড় ভাল কথা নয় ! অসীমা ঐ রকম ছদ্মবেশ করে যাচ্ছে—কোন্‌দিন ধরা পড়লে কেলেঙ্কারী হবে আর কি !

রমণী। আমি এখন একেবারে মরিয়া হয়েছি দাদা! সত্যি বল্‌ছি— এ স্ত্রী নিয়ে ঘর করা আমার পোষায় না!

প্রকাশ। অসীমাকে বিয়ে ক’রে ফেলুন না!

কেতকী। বড্ড সুবিধের কথাই বল্লে আর কি।

রমণী। অসীমা? অসীমাকে বিয়ে কর্ব্বার উপায় যদি থাকৃত।

প্রকাশ। উপায় যথেষ্টই আছে—

কেতকী। তবে আপনি নিরুপায়—

(যতীন আচার্য্যি ও কৎ-ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

যতীন। এইযে—নমস্কার—সবাই আছেন। প্রকাশ বাবু আছেন— পূজ্যা বৌঠান আছেন—আর রোমোণী বাবু আছেন—আমিও আস্‌ছি—কোর্ত্তা দাদাও আসছেন—

প্রকাশ। কি খবর কি আচার্য্যি? গুণে গেথে দেখ্‌লে আছেন তো সবাই, তুমি হঠাৎ কি মনে ক’রে? হঠাৎ কৎ-ঠাকুর্দ্দাই বা তোমার সঙ্গে উপস্থিত কেন?

ক-ঠা। আমি বিবাগী হব—নবদ্বীপে যাবো, নৈমিষারণ্য—চিত্রকুট পাহাড়, আসাম গৌহাটী যেখানে হোক্ চ’লে যাবোই যাবো!

যতীন। যামু আমুও যামু! আগে ডি-ফোন-মেসন মাম্‌লাডা নিস্পত্তি করি—তবে বিবাগী হইয়ে যামু! সাথে যাবে আমার চুরামণি দেব্যা সতীলক্ষ্মী!

কেতকী। নাও চাদ্দিক থেকে হেঁয়ালি সুরু হ’ল! কারও কিছু বুঝে দরকার নেই। এই ভাবই চলুক!

প্রকাশ। হেঁয়ালিই বটে! কি হয়েছে হে আচার্য্যি তোমার? কার নামে Defamation কর্ত্তে চল্লে?

যতীন। আপনগোর পল্লীবাসী শ্রীযুত রোমোণীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পোত্নী শ্রীমত্যা কুঞ্জলোকা দেব্যার নামে।

প্রকাশ। সে আবার কি ?

ক-ঠা। কি আবার বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ? আমার রাঙ্গা নাৎ-বৌঠাকুরুণের নামে আচার্য্যি নালিশ কর্ত্তে যাচ্ছে! একেবারে দ্বি-ফোঁড় মেসিন মামলা !

প্রকাশ। সে কি ? ভদ্রলোকের মেয়েব নামে—কুলের কুলবধুর নামে Defamation কর্ব্বে ? কি বল্‌ছ হে আচার্য্যি !

যতীন। আজ্ঞে আচার্য্যি ঠিকই কইছেন। আমার সতীলক্ষ্মী বিবাহ কবা পোত্নী—আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীমত্যা চুরামণি দেব্যা ঠাকুরাণী—

প্রকাশ। তুমি জীবিত থাক্‌তেও তিনি "শ্রীমত্যা" আবার "দেব্যা" ? তার ওপোব ঠাকুরাণী ?

যতীন। আজ্ঞে বোদ্রগোরের স্ত্রীয়ালোক বিয়া কর্‌ছি বটে—তবু সন্ন্যাসের যোগ্যা বটে! সেই চুরামণি দেব্যারে উনি—রোমণী-বাবুর পত্নী, শ্রীমত্যা কুঞ্জলোকা কি অপমান না কব্‌ছেন!

কেতকী। আঃ কি পাপের ভোগই বাপু! কতদিন ধ'রে বল্‌ছি তুমি—আচার্য্যি ঠাকুরপো ও বাসা বদ্‌লে আর কোথাও না হয় উঠেই যাওনা।

যতীন। আরে কি কহেন বৌঠান ? ছুট্ কইরে যামু কোহানে ? বাসা কি ঝট্ কইরে কোল্‌কাতা সোহরে মেলে ? এ কোল্‌কাতা বোরো জবর জায়গা! এহানে পুইসা খরচ কল্লে ভাল বাসাও মেলেনা, আর ভালবাসাও মেলেনা!

প্রকাশ। বলেছ ভাল! কলকেতায়—পয়সা খরচ কল্লে ভাল বাসাও পাওয়া যায় না আর ভালবাসাও পাওয়া যায় না! তা যাক্ আজ হ'ল কি আবার?

ক-ঠা। বিশেষ নতুন কিছুই হয়নি! তবে এবারে ঝাঁ্যাটা!

যতীন। হ—দেখাইছে! আপনকার স্ত্রীয়ঠাকৃরুণ আজ আমার চুরামণি দেব্যারে ঝারু দেখাইছে!

প্রকাশ। হঠাৎ ঝাড়ু দেখালে কেন?

যতীন। আরে দুস্কের কথা কইমু কি! রোমোণী বাবুর শয়ন গরের নীচে এক বিটা বান্দর নাপাইছিল। সকলেই দেখ্‌ছিল—রোমোণী বাবু দেখ্‌ছিল—আমি দেখ্‌ছিলাম—আমার সাথে পাশে দাঁড়াইয়া আমার চুরামণি দেব্যা দেখ্‌ছিলেন, কুথা হতে ঝোরের মত আইসে, রোমোণী বাবুরে এক ঝাট্‌কান দিয়ে গোরের মধ্যে ফেলাইয়ে, উহার কুঞ্জলোকা দেব্যা ঝারু আইন্যা আমারই সম্মুখে চুরামণি দেব্যারে দেখাইয়ে কি অপমানই না করছে। উঃ—আমি এখুনি যাইমু—সব সাক্ষী যোগাড় কর্‌ছি। আমি ডি-ফোন-মেসিন মামলা জুইরা দিমুই দিমু!

রমণী। দাদা, বৌদি সত্যি বল্‌ছি ও স্ত্রী আমি ত্যাগ কর্ব্ব! আমি আর বাড়ী যাব না! আমি শপথ কচ্ছি—

প্রকাশ। ছিঃ রমণীবাবু! আপনিও কি ছেলেমানুষ হলেন?

কেতকী। বলেছি তো আপনার স্ত্রীর এ একটা শক্ত রোগ হয়েছে! স্ত্রী রুগ্ন হ'লে কি স্বামী তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যায়?

প্রকাশ। আচায্যি! আমাকে তুমি বিশ্বাস কর—আমি এর রীতিমত

প্রতীকার কচ্ছি! যাও তুমি ওপোরে আমাদের Drawing Roomএ গিয়ে জিরোও।

ক-ঠা। নাঃ—আব পরের বাড়ীর ড্রইং রুমে জিরিয়ে কাজ নেই আচার্য্যি! নিজেব বাড়ীর তপ্তপোষে হাত পা মেলে জিরোও গে। যে কুঞ্জলোকা ঝাড়ু দেখিয়েছে—আর এই যে দেখ্‌ছ কুঞ্জলোকার বোন্—এখানে গঞ্জলোকা দাঁড়িয়ে—এ হয়ত ঝাড়ু পিটিয়ে দেবে। যাও দাদা নিজের বাড়ীতে জিবোও গে।

যতীন। আবে বাটী যাইয়ে বা জিরোন লইমু কেমন কইরে? কহেন তো! আমাব সতীলক্ষ্মী চুবামণি দেব্যা—তারে অসম্মান? বিনাদোষে এই নির্য্যাতন! আবে কিসের লেগে কুঞ্জলোকা দেবা৷ এমনডা কব্‌ছেন তাওতো বুঝ্‌বার পারিনা, হ—মানি বটে, রোমণী বাবুব চেহারা খুবসুরৎ কিন্তু—দ্যাহেন সবাই চোখ চাইয়্যা, এই যতীন্দ্র প্রসন্ন আচার্য্যি কি চেহারা কম্‌তি যায়? একবার যদি কিছু টাহা খরচ কইরে ভাল খোদ্দরের জামা কাপর অঙ্গে চাপাইয়া—চুলডা ফিরায়ে—বিরী মুখে লইয়্যে—সড়কে বার হই—সে চেহারা দেখে কেডা না কয়—যতীন্দ্র প্রসন্ন আচার্য্যি সাইক্ষাৎ তেলত্তমা বিলেস্।

ক-ঠা। আরে—ভাল কাপড় চোপরই বা পর্ত্তে হবে কেন দাদা আচার্য্যি? তুমি যখন ইলিশমাছ হাতে ঝুলিয়ে, গাম্‌ছা বাঁধা বাজারের মোট ঘাড়ে ক'রে বেঁকে বেঁকে চলো তখন মনে হয় যেন নীলাম্বরী সাড়ীতে খানিকটা চুন খাব্‌ড়ে দিয়েছে।—চলো দাদা আচার্য্যি—সাধন ময়রার দোকান থেকে নগদ পয়সায় গোটাকতক পানতুয়া জলযোগ করিয়ে দিই! দেহ শীতল

ক'রে বাড়ী যাও।—তারপর দাদা-ভায়াদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দ্বি-ফোঁড়-মেসিন, চার-ফোঁড়-মেসিন মায় পাঁচ ফোড়নের মেসিন লাগিয়ে দিও।

যতীন। পান্তো খাইমু যে কইলাম—পুইসা তো গাটে কইরে আন্‌ছি না!

ক-ঠা। আরে শালার ভাই সম্বন্ধী—এই দেখ্ করকরে টাকা আমাব গাঁটে বাঁধা! তোকে পানতুয়া খাওয়াবো—তোর চুরামণি দেব্যারে বড় বড় লেডিকেনি খাইয়ে তবে ঝাড়ুর শোক ভোলাব চল্।

(যতীন আচার্য্য ও কর্ত্তাঠাকুর্দ্দার প্রস্থান)

কেতকী। অতঃপর? ঠাকুর পো—কি উপায়?

প্রকাশ। মাঝখান থেকে বৌঠাকরুণ যতীন আচার্য্যির স্ত্রীকে ঝাড়ুই বা দেখাতে গেলেন কেন? বাস্তবিক বড্ড বাড়াবাড়ি কচ্ছেন আপনার স্ত্রী!

কেতকী। যা হোক্ ঠাকুব পো—বাঙ্গালকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দাও! স্ত্রীকে ঝাড়ু দেখিয়েছে—ও বাঙ্গালের গোঁ হয়তো নালিশই বা ক'রে দেবে।

রমণী। করুক নালিশ! একবার জব্দ হোক!

প্রকাশ। কি বল্‌ছেন রমণীবাবু! ভদ্রলোকের মেয়ে, কুলের কুলবধূ আদালতে দাঁড়াবে?

রমণী। দাঁড়াবে না তো কি! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! ওরকম স্ত্রী যখন পেয়েছি তখন আমার আবার মানই বা কি ইজ্জৎই বা কি? মান ইজ্জৎ আমার আছে আপনারা বল্‌তে চান?

কেতকী। আচার্য্যি যদি নালিশ করে—আপনাকে সাক্ষ্যি মানে? সাক্ষ্যি দেবেন?

রমণী। দেবো না তো কি কর্ব্ব?

প্রকাশ। সত্য কথা বল্‌ছেন?

রমণী। নিশ্চয়ই—

কেতকী। ঠাকুরপোর মাথা খারাপ হয়েছে। অসীমাকে ডেকে দিই গে, একটু মাথায় জল ঢেলে দিক্।

রমণী। সে তো আমার বাড়ীতে রয়েছে। কেলেঙ্কারী একটা না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।

প্রকাশ। আমিও তাই বল্‌ছি—যে রকম আপনার স্ত্রীর ধর-পাকড়ের ঠ্যালা।

কেতকী। আমি ভাল পরামর্শই দিচ্ছি ঠাকুরপো—তুমি অসীমাকে বিয়ে ক'রে ফেলো—

রমণী। কি বল্‌ছেন বৌদি? অসীমাকে আমি বিয়ে কর্ব্ব কি? সে তো বিবাহিতা!

কেতকী। আরে ছাই,—তাই জন্যেই তো বিয়ে কর্ত্তে বল্‌ছি।

প্রকাশ। ওর স্বামী তো ওকে ত্যাগ ক'রে রেখেছে! আপনি দয়া ক'রে গ্রহণ করুন না।

রমণী। কোর্ট থেকে ডাইভোর্স হয়েছে?

প্রকাশ। কোর্ট থেকে হয়নি। আপনাআপনির ভেতর একটা Verbal agreement হয়েছিল। ফুলশয্যার পরদিন থেকেই ছাড়াছাড়ি—

কেতকী। যাকে বলে রীতিমত divorce!

রমণী। রীতিমত যদি divorce হয়ে থাকে—আইনে যদি না বাধে—ওর স্বামী যদি কখনো ওকে claim না করে, তাহলে—

কেতকী। তাহলে তুমি অসীমাকে বিয়ে কর্ব্বে? তাকে নিয়ে ঘর কর্ব্বে?

রমণী। নিশ্চয়ই কর্ব্ব।

প্রকাশ। কদিনের জন্যে? যতদিন উপভোগের সখ? সুন্দরী যুবতী, বিদুষী রমণী—

কেতকী। গাইতে বাজাতে (শেখালে হয়ত নাচতেও পারে) যাতে দেবে তাতে—

প্রকাশ। চরকা কাট্‌তে—তাঁত বুন্‌তে—কাব্য লিখ্‌তে—

কেতকী। প্রেমালাপ কর্ত্তে—

রমণী। উঃ—আর বল্‌বেন না বৌদি! অসীমাকে যদি পাই তাহলে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করতে পারি।

প্রকাশ। পান্ কি? পেয়েছিলেন। কিন্তু মাটীর ঢেলার মত পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন!

রমণী। ছি—ছি—ও কথা বল্‌বেন না প্রকাশ বাবু! আমি তাকে আমার জীবনের চেয়েও ভালবাসি—

কেতকী। কিঞ্জল্‌কার চেয়েও!

রমণী। এখন—এখন বোধ হয় কিঞ্জলের চেয়েও ভালবাসি। কিঞ্জলকে যে ভালবাসিনা তা নয়—কিন্তু তার আচরণে এখন তার প্রতি আমার ঘৃণা হয়েছে!

প্রকাশ। আবার অসীমাকে যদি পান—তাহলে দুদিন পরে কিঞ্জল্‌কার মত তাকেও ঘৃণা কর্ব্বেন?

বমণী। কথনো নয়—কথনো নয়—কথনো নয়! অসীমার মত স্ত্রীলোক—উঃ আমি জীবনে কথনও দেখিনি—আমার কোটী কোটী জন্মের সঞ্চিত পুণ্য ব'লে মেনে নেবো যদি অসীমা কোন উপায়ে আমার হয়।

কেতকী। সে তো আপনারই হয়েছিল—

রমণী। কি কর্ব্ব বৌদি! পাপ মনের বশে ভালবেসে ফেলেছি কিন্তু পরস্ত্রী সে—

প্রকাশ। সে আপনারই স্ত্রী—তাকে গ্রহণ করুন।

রমণী। কি বলছেন দাদা?

কেতকী। দেখুন দিকি ঠাকুরপো—এ কাদের যুগল মূর্ত্তি?

রমণী। এঁ্যা—একি? বৌদি—এ—এ—এ—

কেতকী। আপনার এক রাত্রের সেই বৌ। সেই নন্দী গ্রামের চৈনী এখন 'অসীমাতে' পরিণতা—আর আপনার সে পরিণীতা।

রমণী। অসীমা—অসীমা—অসীমা—আমার—আমার—

প্রকাশ। তা হ'লে এখন কি কর্ব্বেন?

রমণী। যা বলবেন আপনি—যা বলবেন বৌদি—তাই কর্ব্ব।

কেতকী। এখন বড় আজ্ঞাকারী আমাদের! যা বলবেন বৌদি—যা বলবেন দাদা! উঃ—কি রকম দাদা-বৌদি প্রীতি!

প্রকাশ। চলুন রমণী বাবু। ওপরের ঘরে একটা নিভৃতে পরামর্শ আছে। ছদ্মবেশী অসীমা আপনার স্ত্রীকে বলেছে যে, তার দাদাকে আর বৌদিকে আপনাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে। অতএব ছদ্মবেশী অসীমার দাদা-বৌদিকে

আপনার বাড়ীতে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে যেতেই হবে। সেখানে যা হয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হ'বে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নববধূগণের প্রবেশ ও গীত।

ওগো বর, ওগো বর
তুমি হয়ো না বর্ব্বর।
(আমরা) ছান্‌লাতলা পেরিয়ে এসেই
(আর) সবাইকে করেছি পর।
(এখন) তুমিই মোদের আপনার জন
(সবার চেয়ে আপনার জন)
(আর) তোমার বাড়ী, তোমার ঘর
(কাল্‌কে যেটা পরের ছিল)
(আজকে) মোদের বাড়ী, মোদের ঘর॥

এই যে দেখ্‌ছ মাথায় সিঁদুর ভীষণ রক্তবর্ণ
(এ) মাথাটী কিনেছ তুমি (ও বরমশাই)
এটি তারই চিহ্ন।

এ তোমারি শিলমোহর ছাপ
এরই জোরে নারীর প্রতাপ
অন্য পরের কা কথা বা স্বয়ং যমরাজেরও লাগে ডর!

(আমরা) ষোল আনাই দিলুম তোমায়
(কোরোনা) বেইমানিটা অতঃপর ।
নতুন বৌ নতুনই থাকে
(ববেব) রয় যদি গো ভাল নজর ॥

তৃতীয় দৃশ্য

রমণীমোহনের বাটীর কক্ষ

কিঞ্জল্কা ও ছদ্মবেশী অসীমা

কিঞ্জ। হ্যাঁ ভাই দুঃখী, তোমার দাদা-বৌদি আস্‌বেন তো ?

অসীমা। আসবেন বইকি। তাঁরা কলকেতায় এই প্রথম আসচেন! আমি চিঠিতে তোমার বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দিইছি। একেবারে এইখানেই উঠ্‌বেন। Allahabadএ দাদা চাকুরী করেন কিনা,—জন্মে ছুটী কখনো পান না তাই বৌদিকে নিয়ে কলকেতায় বেড়াতে আসবার কখনো সুযোগ হয়নি। এবার ছুটী পেয়েছেন,—দিনকতক থেকে চ'লে যাবেন।

কিঞ্জ। তা—তোমার বৌদি কোথায় থাকবেন? এখানে—বাপের বাড়াতে ?

অসীমা। আরে—দুর্গা দুর্গা! কলকেতায়—আমি ছাড়া দাদা-বৌদির কেউ চেনা লোক নেই! বৌদির বাপের বাড়ী—কাশীতে! ঐ যে বল্লুম এই প্রথম কলকেতায় আসছেন।

কিঞ্জ। তা তারা থাক্‌বেন কোথা ভাই ?

অসীমা। তোমার এখানে।

কিঞ্জ। তাইতো—আমার এখানে,—সে কি তেমন সুবিধে হবে ? তা—তা—তোমাব বৌদিব বয়স কত ?

অসীমা। কত আর—? বোধ হয় এই তোমার বয়সী—দুএক বছরের যদি ছোট হয়।

কিঞ্জ। আমার বয়সী বোধ হয় ? আবার ছোট হতেও পারে। তা—তা—দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন ?

অসীমা। একেবারে ফোটা পদ্মফুলটী। যেন প্রতিমাখানি—এই ঠিক তোমারই মত—না না তোমাব চেয়েও সুন্দরী।

কিঞ্জ। না ভাই দুঃখীরাম, এখানে তাহলে তাদেব থাকার বিশেষ সুবিধে হ'বে না। তুমি তাদেব নিয়ে অন্য কোথাও বাসা ক'রে থেকো, আমি সমস্ত খবচ দেবো।

অসীমা। ঠিক আমিও ঐ কথা ভাব্‌ছিলুম দিদি। এ বাড়ীতে অমন সুন্দরী যুবতীর থাকা কিছুতেই চলে না !

কিঞ্জ। তুমি ভাই দিব্যি ছেলেটী! ঠিক যেন আমার মার পেটের যমজ ভাই !

অসীমা। নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই তো দিদি সর্ব্বত্যাগী হয়ে—সমস্ত দিনটা তোমার কাছে প'ড়ে থাকি। হ্যাঁ দিদি, নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো—সে দিনের সেই গল্পটা শেষ করি। আর তোমার কাছ থেকে একটা পরামর্শ এ সম্বন্ধে নেওয়া তো আমার দরকার।

কিঙ্ক। আচ্ছা—তোমার বোন্‌টীকে তার স্বামী বিয়ের রাতেই ত্যাগ ক'রে গেছেন ?

অসীমা। ঠিক ফুলশয্যা রাতের পরদিন !

কিঙ্ক। সেই থেকে স্বামী-স্ত্রীর আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি ?

অসীমা। বহুদিন দেখা হয় নি। ইদানীং রোজ হচ্ছে।

কিঙ্ক। কোথায় ?

অসীমা। সর্ব্বত্র! আমার সে বোন্ যে স্বামীর জন্যে একেবারে উন্মাদিনী হ'য়ে গেছে তা বুঝতে পাচ্ছ না দিদি ?

কিঙ্ক। বুঝ্‌তে আর পাচ্ছি না ? আহা—ফুলশয্যার রাতের পর আর সে স্বামীকে পায়নি—অথচ দেখা হচ্ছে ? তার সতীন জানে ?

অসীমা। না, এখনও আমার বোনের সতীন জানে না যে তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমান। শুধু কি তাই ? সে নির্দ্দয় পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে এই ব'লে, যে তার ইতিপূর্ব্বে বিবাহ হয়নি !

কিঙ্ক। উঃ—পুরুষ জাতটা এম্‌নি শয়তান বটে !

অসীমা। সে কথা আর একবার ক'রে বল্‌তে ? তা যাক্—এ ক্ষেত্রে উপায় কি বল দিকি দিদি ? দুঃখিনী বোন্‌টী কি আমার স্বামীহারা হয়ে এই রকম ভেসে ভেসে পাগলের মত বেড়াবে ? তুমি হ'লে কি কর্ত্তে দিদি ?

কিঙ্ক। আমি হ'লে ? আমি হ'লে সটান্ স্বামীর ঘরে না ঢুকে, গলায় গামছা দিয়ে, স্বামীকে হিড় হিড় করে টেনে বার ক'রে নিয়ে আসতুম !

অসীমা। আর সতীন যদি বাধা দিত—

কিন্ন। তাহলে একগাছা ধ্যাংরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে এই সপাসপ্—সপাসপ্ সতীন অঁাটকুড়ীর পিঠে !

অসীমা। কিন্তু আমার বোন্‌টী যে গো-বেচারী—সে কি এতটা সাহস কর্ব্বে ?

কিন্ন। সাহস না করে—তাহলে স্বামীহারা হয়ে পথে পথে পাগলের মত কেঁদে কেঁদে মর্ত্তে বল ! বলি সাহস কর্ব্বে নাই বা কেন গা ? নিজের স্বামী—পাতানো সম্পর্ক নয়,—দস্তুর মত বিয়ে করা স্বামী, যে, নোবোনা বল্লেই অম্‌নি স্ত্রী বেচারী চুপ্ করে থাক্‌বে ? কি ভাই—বল না ?

অসীমা। বল্‌বো কি বোন্—আমি যেন হকচকিয়ে গেছি ! একবার গাম্‌ছা আর ঝাড়ু ধর্ব্ব না কি তাহলে ?

কিন্ন। তুমি গামছা ঝাড়ু ধর্‌লে কি হবে—এতো তোমার কাজ নয়। এ কাজ হ'ল তোমাব বোনের !

অসীমা। আচ্ছা—হ্যাঁ দিদি, এই ঝাড়ু গাম্‌ছাতে কাজ হবে ?

কিন্ন। অবিশ্যি হবে। তবে কথা হচ্ছে স্বামী যদি তোমার বোনের স্বপক্ষে থাকে ?

অসীমা। হ্যাঁ দিদি—তা আছে—তা আছে। তার স্বামী যেভাবে কথাবার্ত্তা কয় তাতে স্পষ্টই বোধ হয় স্বামী আমাকে—দূর হোক্‌গে ছাই—ও বোনও যে আমিও সে, ও তার স্বামীও যা (এই কথায় বল্‌তে গেলে) ও আমার স্বামীও সে ! আমার বোন্‌কে খুব ভালবাসে !

কিন্ন। ওসব পুরুষমানুষের ঢং—চালাকী ! ভালবাসে ! ছাই বাসে ! ভাল যদি তোমার বোন্‌কে সত্যিই বাসে, তাহলে ত্যাগ ক'রে রেখেছে কেন ?

অসীমা। কি কর্ব্বে? দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভয়ে।

কিঞ্জ। সেই জন্যেই তো বল্‌ছিলুম, তাকে বলগে বরের চুলের মুটী ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আস্‌তে।

অসীমা। কিন্তু দিদি—

গীত।

সে যদি না আসে
(এ) প্রেমে উপহাসে—
তবে কি হবে উপায়,
জ্বালাময় জীবন যে রাখা হবে দায়।
(তবে) কি হবে উপায়—বলগো আমায়॥
গেছে সুখ সাধ,—যায় যাবে প্রাণ,
প্রেমে হতমান,—সে যে নবক সমান।
ব্যথা-ভরা ভালবাসা,—আছে থাক প্রাণে পোষা
সুখে দুঃখে যাবে দিন,—আশা-নিরাশায়।

(গাহিতে গাহিতে অসীমা কাঁদিয়া ফেলিল। কিঞ্জল্‌কার তন্ময় হইয়া গান শুনিতে শুনিতে চক্ষু দিয়া জল পড়িল।)

অসীমা। কেঁদে ফেল্লে দিদি?

কিঞ্জ। উঃ—কি করুণ স্বর! কি মধুর গান তোমার! আর বোনের জন্যে কি ভালবাসাময় তোমার প্রাণ!

অসীমা। হ্যাঁ দিদি, বোন্‌কে আমি চিরদিন এম্‌নিই ভালবেসে থাকি।

(হঠাৎ কিঙ্কল্‌কার মুখচুম্বন)

কিঙ্ক। (সলজ্জে) ছিঃ—ওকি? তুমি—পরপুরুষ— (দূরে গমন)

অসীমা। (তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া) রাগ কল্লে দিদি? আমি যে তোমার ছোট ভাই! তুমি যে আমার দিদি— (পুনরায় মুখচুম্বন)

কিঙ্ক। ছিঃ—তুমি যাও—এ বাড়ী থেকে বেরোও—

অসীমা। তাকি হয় দিদি—তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব—তোমায় কি ছেড়ে যেতে পারি? আমাকে পায়ে ঠেলোনা—

(পদধারণ)

(অকস্মাৎ রমণীমোহনের প্রবেশ)

রমণী। বটে? প্রেমাভিনয় হচ্ছে? দিব্যি টুক্‌টুকে ঝুক্‌ঝুকে বেটাছেলেকে নিয়ে মুখচুম্বন, প্রেম আলাপন প্রভৃতি কার্য্য চল্‌ছে।—বাঃ—বাঃ—

কিঙ্ক। আমি—আমি—আমার কোন দোষ নেই—

রমণী। নাঃ—তোমার কোন দোষ নেই—দোষ সকলই আমার! সত্যিই তো, আমার দোষ তো বটে! আমার দোষ নয়? আমার দোষেই তো তুমি এতটা আস্কারা পেয়েছ—আমার দোষে—আজ আমার বাড়ীতে ঝি চাকর বামুন বাম্‌নি ঠাঁই পায় না! আমারই দোষে ভদ্রলোকের মেয়েরা এ বাড়ীতে ঢুকতে চান্ না—আমারই দোষে, পাড়ার লোকের

সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই! আর আমারই দোষে—আমারই সতীলক্ষ্মী স্ত্রী—

কিঙ্কু। ওগো, চুপ্ করো—তোমার পায়ে পড়ি—শোনো—আমার কথাটা শোনো—

রমণী। শুনবো? শুন্‌বো কি আবার? চিরদিন অনর্থক অকারণে আমার মত নিরীহ প্রাণীকে ধব-পাকড ক'রে এসেছ—আজ পাশা উল্‌টে গেছে।

অসীমা। যেতে দিন না Sir--আপ্‌না-আপনির্ ভেতর এক কাজ হয়ে গেছে—

রমণী। বটে? আমার বাডীতে এসে—আমাব বুকে ব'সে—

অসীমা। বুকে আর আমায় বস্‌তে দিলেন কই Sir?

রমণী। চুপ্ কর্ ডেঁপো ছোক্‌রা! আবাব পাপ কাজ ক'রে মুখ নেড়ে কথা কওয়া হচ্ছে!

অসীমা। পাপ কাজ কি করেছি Sir? আপনার স্ত্রীর মুখচুম্বন করেছি?

রমণী। হ্যা—পাপিষ্ঠ—পাপী! মুখচুম্বন করিস্‌নি?

অসীমা। তা যদিই ক'রে থাকি Sir—তাতে বিশেষ এমন কি অপরাধ হয়েছে? Kissing একটা মস্ত Art? দেখুন, আমার দস্তুর মত সে Artএ practice আছে কিনা। আমার Kissing full of Romance—দেখ্‌লে লোকের প্রাণে প্রেম—প্রেম—পবিত্র প্রেমের ভাব জাগরিত হয়।

রমণী। বলি—কি কিঙ্কল? আর কথাটা নেই যে মুখে?

অসীমা। হাতাহাতি ধর-পাকড়ে একটু লজ্জা হয়েছে কিনা Sir !

কিঞ্জ। কোথা থেকে সর্ব্বনেশে কাল সাপ ঘরে ঢুকে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে! মিনি দোষে আমার এই লাঞ্ছনা! আমি আজ গলায় দড়ি দোবো—আত্মহত্যা কর্ব্ব—

রমণী। মিনি দোষ? কি বল্‌ছ কিঞ্জল? আমি যে দরজার পাশ থেকে স্বচক্ষে দেখেছি—ও তোমাকে kiss কচ্ছে—একবার নয় দুবার!—

অসীমা। বেশতো Sir—আমি যদি আপনার স্ত্রীকে kiss ক'রে থাকি দুবার, আপনি কেন চারবার আমায় kiss করুন না। শোধ-বোধ হয়ে যাক্—

রমণী। তবে রে বদমায়েস্ ছোক্‌রা! বড্ড যে লম্বা চওড়া কথা কইছ! আজ তোমাকে—তোমাকে— (হাত ধরিয়া)

অসীমা। মেরে ফেল্‌বেন? তা Sir—মরাকে আর নতুন ক'রে কি মারবেন? মেরে তো দশ বারো বছর আগেই ফেলেছেন!

রমণী। না। তোমায় for life transportation দোবো! এই ঘরে এই—এই—তোমার নবীনা প্রিয়তমার সঙ্গে তোমায় চির জীবন বন্দী করে রাখবো! তোমাকে এ বাড়ী থেকে বেরোতে দোবো না। তোমাকে—তোমাকে—উঃ—ইচ্ছে কচ্ছে এই আছ্‌ড়ে তোমাকে নিকেশ করি— (বাহুপাশে বেষ্টন)

অসীমা। দিদি—দিদি—এইবার আমি সত্যিই মলুম—আর বুঝি বাঁচিনা! এইবার একটা মরণকালে বিদায়-সঙ্গীত গেয়ে নিই!

কিঞ্জ। আহা, ছেলেমানুষ ওকে ছেড়ে দাও—বাড়ী থেকে দূর ক'রে দাও

না হয় পুলিসে দাও চোর ব'লে। প্রাণে মেরোনা! মানুষ খুন কোরোনা—তাহলে তুমি ফাঁসী যাবে।

অসীমা। ফাঁসী অন্য কাউকে দিতে হবে না দিদি! তুমি আমি দুজনে এক হয়ে ওঁকে দিন রাত ফাঁসীতে লটকে রাখতে পারি! এখন তুমি রাজী হ'লে হয়।

কিঙ্কু। এমন বয়াটে—বেহায়া—পাজী—বদমায়েস্ ছেলে তো কখনো দেখিনি, এখনও মুখ নেড়ে ইয়ার্কির কথা কইছে।

রমণী। না—আমি কোন কথা শুনবো না! এ ছোকরা—এ বদমায়েস ছোক্‌রা আমার ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গুপ্ত প্রেম ক'রে—তার যখন মুখচুম্বন করেছে—তখন এই পিস্তল দিয়ে আজ ওকে হত্যা ক'রে নিজে আত্মহত্যা কর্ব্ব! দাঁড়াও—দাঁড়াও ছোক্‌রা, কি নাম তোমার?

অসীমা। নামের আমার সীমাও নেই—দুঃখেরও আমার সীমা নেই—আনন্দেরও আমার সীমা নেই—

[প্রকাশ, কেতকী ও কণ্ঠাকুদ্দার প্রবেশ]

ক-ঠা। ঘরের ভেতর আর আপনারা এসেই বা কি ক'রবেন? এখানে ভয়ানক কাণ্ড!

রমণী। এঁ্যা—কে—কে—আপনারা?

অসীমা। দাদা এসেচে—বৌদি এসেচে—প্রেমের একবার অনন্ত দুর্গতিটা দেখ।

প্রকাশ। হতভাগা ছেলে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? রমণী বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রতে আসা? তার কুলে কলঙ্ক দেবার চেষ্টা?

কেতকী। চেষ্টা কি ? কলঙ্কের ছাপ পড়তে কি বাকী আছে ?

ক-ঠা। কলঙ্কুবে না ? তাঁবার বাটীতে তেঁতুল গুলে রাখ্‌লে কলঙ্ক ধরবে না তো কি মিছরির সরবৎ তৈরী হবে ?

কিরণ। দিদি, আপনি বোধ হয় এই হতভাগার বৌদি ? আমায় বিশ্বাস করুন আমি কোন দোষের দোষী নই।

ক-ঠা। দোষী নই বল্লেই তো জজে ছাড়চে না রাঙাদিদি ঠাকরুণ। আমি যদি বলি গাঁজা মাসীকে আমি চিনিনা, তা হ'লে কি পোড়া দেশের লোক কেউ বিশ্বাস করবে ?

রমণী। তাহ'লে—তাহ'লে—কি বলেন মশাইরা—এই স্ত্রী ত্যাগ ক'রে আর এই ছোকরাকে পুলিশে দিয়ে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিগে যাই ?

ক-ঠা। তাছাড়া তো নিস্তার দেখচি না। এব চেয়ে হাবু ঘোষের মত সংবাদ কিম্বা হ'রে স্যাকরার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী যাওয়া ভাল ছিল।

প্রকাশ। আমি বলি কি বৌদিদি, যখন এ ক্ষেত্রে আপনিই দোষী তখন শাস্তিটা আপনার নেওয়া উচিত।

কেতকী। নিজে না শাস্তি নাও বোন্, ভগবান এমন শাস্তি দেবেন যে উঠে হেঁটে আর বেড়াতে হবে না।

ক-ঠা। আর শাস্তিটাও উনি যখন রমু ভায়া থেকে আরম্ভ ক'রে পাড়া পড়শী মায় যতীন আচার্য্যিকে পর্য্যন্ত দিতে কসুর করেন নি তখন একটা কিছু ছোটখাটো রকমের শাস্তি না নিলে ওরই বা মনে থাকবে কেন ?

কিঙ্কল। ঠিক—ঠিক বলেচেন আপনারা। আমি চিরদিন যেমন অকারণে সকলকে শাস্তি দিয়ে এসেছি আজ তেমনি বিনা দোষে ভগবান আমায় শাস্তি দিলেন। বল—বল—কি শাস্তি দিলে তুমি সুখী হও? আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ ক'রচি আমি অম্লান বদনে সেই শাস্তি নেবো।

রমণী। আমার পা ছুঁয়ে সত্যি কথা বলো—নইলে তুমি স্বামী হত্যা পাতকের ভাগিনী হবে।

কিঙ্কল। সত্যি কথাই ব'লব—এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি।

রমণী। তুমি এই ছোকরাকে ভালবাস?

কিঙ্কল। এ্যাঁ—ভালবাসি? হ্যাঁ—এই ছোট ভাই—মায়ের পেটের ভাইকে বোন্ যেমন স্নেহ করে ভালবাসে ঠিক সেই রকম একে স্নেহ করি—ভালবাসি।

রমণী। আচ্ছা—একটা কথা বলি—একে এখন যদি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই তাহলে দেশ বিদেশে তোমার এমন কলঙ্ক প্রচারিত হবে যে তুমি মুখ দেখাতে পারবে না।

কিঙ্কল। উঃ—ভগবান তোমার মনে এই ছিল?

কেতকী। ভগবানের মনে এমন না থাক্‌লে আর এমনটা হয়?

কিঙ্কল। কি কর্ত্তে চাও বল? আমাকে মর্ত্তে বল? বল—আমি এখুনি মর্ত্তে প্রস্তুত।

রমণী। কাকেও মর্ত্তে হবে না,—তোমাকেও না আমাকেও না।

অসীমা। আর আমি Sir—ঐ তো বল্লাম দশ বছর আগে থেকেই ম'রে আছি।

রমণী। আমি যদি একে নিয়ে তোমার সঙ্গে বসবাস করি তাহলে ওকে তুমি নিজের মত ক'রে ঘরে ঠাঁই দিতে পারবে?

অসীমা। কিন্তু মাঝে মাঝে Kiss কর্ত্তে দিতে হবে—তা ব'লে দিচ্ছি দিদি!

ক-ঠা। আরে—এটা তো অত্যন্ত ফাজিল ছোক্‌রা। তুই দাদা কিসমিস না গিসগিস ক'রে যে রকম বিস্‌-টিস্‌ বাড়িয়েছিস তাতে—তোকে এখুনি ডিস্‌মিস্‌ না ক'রে যে তোর সঙ্গে peaceএর বন্দোবস্ত হোচ্চে—তুই তার মর্ম্ম বুঝ্‌চিস না রে নিত্যানন্দ অবধৌত?

প্রকাশ। বলুন না বৌদি চোখকান বুঁজে—ছোট ভাইটীকে আমার আপনার কাছে চিরদিন আদরে রাখবেন।

কেতকী। রেখেছেনই তো উনি নিজে পছন্দ ক'রে—তবে আর না রাখ্‌বেন কেন?

কিশলয়। পুরুষমানুষ আমার সঙ্গে বসবাস কর্ব্বে কি? এ কি রকম কথা—এ্যাঁ? লোকে কি বলবে? যদি স্ত্রীলোক হোত অবিশ্যি তাহ'লে কোন কথা বল্‌বারই ছিল না।

ক-ঠা। আহা—তার জন্যে আর ভাবনা কি? এরকম টুকটুকে বেটাছেলেকে মেয়েমানুষ ক'রে নিতে কতক্ষণ?

রমণী। কিন্তু ও যদি মেয়েমানুষ হোত তাহ'লে কি ওকে তুমি বোনের মত যত্ন ক'রে রাখতে?

কিশলয়। রাখতুম—নিশ্চয় রাখতুম।

[সকলের উচ্চ হাস্য]

ক-ঠা। এই ঘোড়ার মুখের কাছে যেমন আলো চাল রেখে নিশ্চিন্দি হোয়ে থাকে।

অসীমা। কিম্বা ষাঁড়ের মুখেব সাম্‌নে লোকে নির্ভয়ে যেমন বিচুলি বেখে থাকে।

কিঞ্জল। তুমি বিশ্বাস ক'রচ না? না কর্ব্বারই কথা—এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি।

অসীমা। আচ্ছা দিদি, মনে কবনা আমি স্ত্রীলোক। দুনিয়াটা চল্‌চে, দুনিয়ার সুখদুঃখ যা কিছু হচ্চে সবই এই মনের জোরে।

কিঞ্জল। সর্ব্বনেশে! তোর কচি কচি মুখখানা দেখে, তোর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে, তোব গানে তোব গুণে মোহিত হোয়ে, তোকে মাব পেটেব ছোট ভাইটীব মত আমি যে ভালবেসোছলাম। তুই পুরুষমানুষ না হোয়ে আজ যদি স্ত্রীলোক হোতিস তাহলে আজ আমি তোকে এই আমাব জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর হাতে নিশ্চিন্তে সমর্পণ ক'রে সাধ ক'রে—তোব সতীন হোয়ে আমি আনন্দের সমুদ্রে ডুবে থাকতুম,—আমি তোকে এত ভালবাসি তা জানিস?

অসীমা। তাহলে সকলেব সাম্‌নে পরীক্ষা দাও। কিঞ্জল—কিঞ্জল—এই নাও—আমি সত্যিই তোমাব বড় বোন, দিদি। তুমি আমার দিদি নও—আমার ছোট বোন।

(ছদ্মবেশ ত্যাগ)

রমণী। কি কিঞ্জল? অবাক হোয়ে চেয়ে দেখচো কি?

অসীমা। ঝ্যাঁটা গাছটা কোথায় আছেন তাই ভেবে ঠিক ক'রে নিচ্ছেন।

কেতকী। সে তো আব ভাবলে চলবে না—এই দেখ দিদি, অসীমা তোমার পাতানো সতীন নয়—যথার্থই সতীন।

প্রকাশ। এবং ওর দখল আগে—বরাং ক্রমে উলটো হোয়ে গিছলো।

অসীমা। ভয় নেই দিদি—আমি তোমায় স্বামী ধনে বঞ্চিত করতে আসিনি। তোমার সঙ্গে সদ্ভাব করতে এসেছিলুম—তোমাকে ভালবাসতে এসেছিলুম—স্বামীকে স্বামী ব'লে প্রাণভ'রে ডাকতে এসেছিলুম। আমার সকল সাধ মিটেচে। আবার আমি আমার এই আশ্রয়দাতা দাদা ও বৌদির কাছে চল্লুম।

কিঞ্জল। কিন্তু আমায় এমনি ক'রে প্রেমে মজিয়ে—ভালবাসার বন্ধনে বেঁধে—চ'লে যেতে চাইলেই কি আমি চ'লে যেতে দোব? আমি যে ছোট বোন্ হোয়ে এবার নিষ্পবোয়ায় প্রাণভ'রে তোমার চুম্বনের প্রতিদান অহোরাত্র দিতে থাকবো।

ক-ঠা। আর তুই শালা বেকুবের মত হাঁ ক'রে—একপাশে দাঁড়িয়ে—কার খেতের মুলো তোলবার মতলব করচিস? চলে আয় বুক ফুলিয়ে—এক সঙ্গে এক জায়গায় দু'-দুটো আসামী পেয়ে গেছিস—এক হাতে এটাকে ধর আর ও হাতে এটাকে পাকড়া। ব্যস্ বাবা—এই ভীষণ গণ্ডগোলের দিনে একটি মোলায়েম প্রেম-পাকড় হোয়ে গেল।

[যবনিকা]

ভূপেন্দ্রনাথের কয়েকখানি বিখ্যাত নাটক

শঙ্খধ্বনি

(নাট্যমন্দিরে অভিনীত অতি আধুনিক নাটক)

নবশক্তি বলেন ঃ—

"অপরাধীর অর্দ্ধ-সুপ্ত চেতনার মধ্যে শাস্তির যে ভয় প্রচ্ছন্ন থাকে, পাপী মনের সেই ভয়ের ওপরই এই "শঙ্খধ্বনি" নাটকের ভিত্তি।

নাটকীয়তার দিক থেকে তাঁর "শঙ্খধ্বনি" হয়েছে বাঙলার নাট্যসাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব অবদান।"

মূল্য এক টাকা।

বাঙ্গালী

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের একখানি অপূর্ব্ব আলেখ্য। দেশবন্ধুর কয়েকখানি চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য এক টাকা।

থিয়েটারের গুপ্তকথা

(সুবৃহৎ উপন্যাস)

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রেব পব এমন মৌলিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে খুব অল্পই রচিত হইয়াছে একথা প্রত্যেক সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহাবা ভূপেন্দ্রনাথকে শুধু নাট্যকার বলিয়া জানেন তাঁহারা দেখিবেন উপন্যাস বচনায় তাঁব কী অসামান্য দক্ষতা!

মূল্য এক টাকা মাত্র।

ভূপেন্দ্রনাথের সেই চিরনূতন বঙ্গনাট্য

জোর বরাত

নাট্যজগতে এরূপ হাস্যবসপূর্ণ—চমৎকার নাটক
আজ পর্য্যন্ত একখানিও হয় নাই।

মূল্য আট আনা মাত্র।